Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Qualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 73:38 min.
ID: IDI_AMR302_SLM_PQ_Hu_R_14 Sept 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	40	SSC	Qualified seller/prescriber	Human	17 Years	Bangali	

প্রশ্নকর্তা : আমি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি।আমাদের হচ্ছে একটা কলেরা হাসপাতাল থেকে আমরা একটা গবেষনার কাজ করতেসি।যে গবেষনার কাজটা হবে আপনাদের এন্টোবায়েটিক ঔষুধের ব্যবহার নিয়ে।আমাদের এই কাজটা,গবেষনা কাজটা ।তাহলে ভাই কেমন আছেন? ,

উত্তরদাতা:ভাল,ভাল আছেন না?

প্রশ্নকর্তা: হ্যা, ভালো।আচ্ছা। এখানেতো আপনি ওষুধ বিক্রি করতেছেন? কতদিন যাবত আপনি এ পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা:আমি আছি ২০০০ সালে থেইকা।

প্রশ্নকর্তা:২০০০ সাল।

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এখন হচ্ছে

উত্তরদাতা:সতেরো বছর ।

প্রশ্নকর্তা:সতের বছর চলতেছে।

উত্তরদাতা:রানিং

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।তাহলে এই ওষুধ বিক্রির জন্য আপনার কি কোন ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ এরকম নেয়া আছে?

উত্তরদাতা:ওষুধ বিক্রির জন্য প্রাথমিক যে ট্রেনিংটা সেইটা হলো পল্লী চিকিৎসকের যে ট্রেনিংএটা নেওয়া আছে ।

প্রশ্নকর্তা: পল্লীচিকিৎসকের ট্রেনিং?

উত্তরদাতা:আর এম পি

প্রশ্নকর্তা:আর এম পি বলে, আচ্ছা

উত্তরদাতা:জ্বী আর এমপি বলে সংক্ষেপে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা, হ্যা ।

উত্তরদাতা:আরেকটা হচ্ছে আপনার তিন মাসের একটা কোর্স আছে ফার্মেসিষ্ট ।

প্রশ্নকর্তা:তিন মাসের ফার্মেসিষ্ট কোর্স?

উত্তরদাতা:কোর্স।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আর এমপি টা কত? ইয়ার?

উত্তরদাতা: এইডা ছয় মাস।

প্রশ্নকতা:ওটা ছয় মাস।আচ্ছা ,আর ইয়ে ফার্মেসিষ্ট কোর্স?

উত্তরদাতা:ওইডা হচ্ছে তিন মাস।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তারপর, আর কোন?

উত্তরদাতা:না,আর কোন আর এখানে ওষুধ বিক্রির জন্য সাধারনত ড্রাগলাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স এগুলো আছে।

প্রশ্নকর্তা:এটা আছে?

উত্তরদাতা: জ্বী , হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা:ট্রেড লাইসেন্স যেটা হচ্ছে দোকানের লাইসেন্স?

উত্তরদাতা:দোকানের লাইসেন্স ,ট্রেড লাইসেন্স।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । আর ইয়া ওষুধ বিক্রির জন্য?

উত্তরদাতা:ওষুধ বিক্রির জন্য তো ঐ যে ফার্মেসিষ্ট।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ঐইটা থাকলে ওষুধ বিক্রি করতে পারবেন?

উত্তরদাতা:হ্যা হ্যা করন যাইবো।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:আর ঔইডাও লাগবো এবংট্রেড লাইসেন্স সরকারী যে ট্রেড লাইসেন্স এইডাও লাগবো ওষুধ বিক্রির জন্য।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ,আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আর আমি যে জায়গায় দোকান ডা করি এই এলাকার বা এই ইউনিয়নের যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আছে ঐ বোর্ড অফিসের থেইকা একটা ট্রেড লাইসেন্সের দরকার হয়।একটা ট্রেড লাইসেন্স ও আছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আচ্ছা

প্রশ্নকর্তা:তার মানে হচ্ছে আপনার সরকারী ট্রেড লাইসেন্স যেটা বলতেছেন ইউনিয়নপরিষদ থেকে ওইটা আছে ।ওইটা হচ্ছে দোকান করার জন্য ।আর ওষুধ বিক্রির করার জন্য ফার্মেসিষ্ট কোর্সটা তো আপনি বললেন তিন মাসের আছে।

উত্তরদাতা:জ্বী আর ওষুধ বিক্রির জন্য সরকারীভাবে একটা ড্রাগ লাইসেন্স করান লাগে।ড্রাগ লাইসেন্স আছে আমার কাছে।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা এটা কিভাবে করতে হয়?

উত্তরদাতা : টাঙ্গাইল আমাদের যে হেড অফিস আছে ,অফিসে গিয়ে অফিসের যে লোকজন আছে মনে করেন ওখানে গিয়ে পরে অফিসে যে লোকজন আছে তারা কইরা দেয় ।কমপক্ষে মেট্রিকের সার্টিফিকেট দেয়া লাগবে তাদেরকে । সার্টিফিকেট দিলে পরে আপনারে যেমন একটা অনুমতি লিইখা দেই যে ড্রাগ লাইসেন্স, বিক্রি করার জন্য ,একটা লাইসেন্স দেই ।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা ,এখানে কি আর কোন ট্রেনিং বা কিছু করানো হয়?

উত্তরদাতা:করানো হয় কিন্তু আমি করিনা ।

প্রশ্নদাতা:আপনি বলতেছেন করানো হয় কিন্তু করেননাই কেন?

উত্তরদাতা:আর তেমনে কোন ঐ যে সাধারনত ওষুধ বিক্রির জন্য আর তো তেমনকোন কিছুর প্রয়োজন হয়না ।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা, আচ্ছা ।আপনার তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু ?

উত্তরদাতা:এইচ এস এসসি পাশ ।

প্রশ্নদাতা:এইচ এস এসসি পাশ । আচ্ছা ।যেটা বলতেছিলাম; যে আপনি হচ্ছে এইচ এস সি আর দোকানে লাইসেন্স ও আছে আপনি বলতেছেন ?আচ্ছা ! কোন পরীক্ষা কি দেয়া লাগসে আপনার ?ওষুধ বিষয়ক কোন ইয়া?

উত্তরদাতা:ফার্মেসীতে পরীক্ষা দেওন লাগসে ।

প্রশ্নদাতা:ও আচ্ছা যেটা তিন মাসের করসিলেন

উত্তরদাতা:জ্বি , ওইডার পরীক্ষা দেওন লাগসে

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা ওটা কি তিন মাস পরে?

উত্তরদাতা:তিন মাস ক্লাস হইসে ।তিন মাস পওে ফাইনাল একটা পরীক্ষা নিসে

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:পরীক্ষায় যারা পাশ করসে

প্রশ্নদাতা: হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:তাদেরকে ফার্মেসীর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়সে ।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা,আচ্ছা

উত্তরদাতা:আর যারা পাশ না করসে আর তারা তো ফেলই করসে ।

প্রশ্নদাতা: হ্যা হ্যা ।সেটাতো অবশ্যই ।আর এইটা কি সরকারি নাকি?

উত্তরদাতা:সরকারি

প্রশ্নদাতা: সরকারি?

উত্তরদাতা: জ্বি

প্রশ্নদাতা: তা কোথা থেকে করায়?

উত্তরদাতা: টাঙ্গাইল ।

প্রশ্নদাতা: টাঙ্গাইল?

উত্তরদাতা: টাঙ্গাইল যে মেইন অফিস আছে হেড অফিস আছে ওইডা থেকে করায়।

প্রশ্নদাতা: কিসের অফিস বলে এটাকে?

উত্তরদাতা:এইডা হচ্ছে ফার্মেসিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট।

প্রশ্নদাতা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: অফিস । হ এডাই লেখা আছে।ফার্মেসিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট এডাই লেখা আছে।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা তো এ দোকান ? তাহলে কি? কার এ দোকানটা?

উত্তরদাতা: দোকান আমারি।

প্রশ্নদাতা :আপনার নিজের?

উত্তরদাতা : জ্বি ,নিজের।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা। তাহলে এই ধরেন আপনার এই যে এখানে কাজ করতেসেন হ্যা? আপনার এই দোকান এবং ওষুধ বিক্রি এ সম্পর্কে একটু আমাকে বলেন মানে ধারনা একটা দেন।কারন আমি আমার এই সম্পর্কে কোন ধারনা নাই ?আমি এই সম্পর্কে একটা

উত্তরদাতা: ওষুধ বিক্রি বলতে মনে করেন আমি ওষুধ বিক্রি করি ।অনেক প্রেসক্রিপসন ডাক্তাররা প্রেসক্রিপসন করে ।

প্রশ্নদাতা : হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপসন আমার কাছে আসতে পারে , প্রেসক্রিপসেন মোতাবেক আমি ওষুধ বিক্রি করি।

প্রশ্নদাতা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা : আর প্রাথমিক নরমাল যে প্রাইমারী যে চিকিৎসাটা

প্রশ্নদাতা : হু হু

উত্তরদাতা: ওইডা একটু ঠান্ডা লাগলো ,হাল্কা ঠান্ডা আসল, জ্বর আসল ,একটা বাবুর হয়ত একটু পাতলা পায়খানা হয়লো এডার যে প্রাথমিক চিকিৎসাটা ওইডা কিন্তু আমিই দেয়। (৫:০২)

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা : ওইডা আমিই দেয়। যদি দেখলাম যে আমি না পারলাম ,তাইলে হসপিটাল আছে বা ক্লিনিক আছে ,ওখানে রোগীর দ্বারে ফাট করে পাঠিয়ে দিই।তারা যা লিইখা দেয় ওষুধটা পরবর্তীতে আমি দিয়া দিই আর কি।

প্রশ্নদাতা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা : এইডা আমি করি।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা। তার মানে কি ওখানে দেখানোর পরে আপনার কাছে আবার ওষুধ কিনতে আসে ও?

উত্তরদাতা : অনেকেই আসে।

প্রশ্নদাতা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা : অনেকেই মনে করে যে ,অনেকেই হসপিটালে গেলেও ,ডাক্তারের কাছে গেলেও ডাক্তার পরীক্ষা করার পরে ওষুধ লিইখা দিলো

প্রশ্নদাতা: হু।

উত্তরদাতা :অনেকেই যারা নিজস্ব যারা পরিচিত

প্রশ্নদাতা: হু হু

উত্তরদাতা : তারা কাগজটা নিয়ে আসে,প্রেসক্রিপসন নিয়ে আসে ।

প্রশ্নদাতা: হু হু।

উত্তরদাতা : ঐ প্রেসক্রিপসন মোতাবেক আমি ওষুধ দিয়া দেই।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা : আবার অনেকেই আছে আপনার ঔষধের পাতাটাও নিয়ে আসে।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা আপনার এখানে সাধারনত কি কি ধরনের রোগী আছে? (০৫.৩৮)

উত্তরদাতা: সাধারনত রোগী আসে আমাদের প্রথম যে চিকিৎসাটা ,সেইটা হইলো ঠান্ডা ,জ্বর,পাতলা পায়খানা বা পায়খানার সাথে ...এই ধরনের রোগীপ্রথম দোকানে

প্রশ্নকর্তা: একটু বুঝি নাই ।আবার বলতে হবে।

উত্তরদাতা :যেমন জ্বর,ঠান্ডা ,জ্বর হয়তো পাতলা পায়খানা আছে । এটাই তো না রোগী প্রাথমিক প্রথম আসে আর কি ।

প্রশ্নদাতা: হ্যা হ্যা হ্যা । আর ধরেন আপনার এখানে ওই রোগীর যারা ওইগুলোয় ,ওই ওই রোগীরা ঘুরেফিরে ওইগুলোয় আসে ?এই আপনার সতেরো বছরের ইয়েতে?

উত্তরদাতা :এগুলাই তো তাছাড়া আর কি থাকব ? আর তো অপারেশন তো আমাদেও এইখানে নাই।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা।

উত্তরদাতা : যে আমরা কোন অপারেশন করি না। আমাদের প্রাথমিক গ্রামের অঞ্চলের যে রোগীগুলা প্রাথমিক চিকিৎসায় করি ।আমরা অপারেশনের যেগুলা দরকার ওগুলাতো আর আমাদের এখানে নাই । ওগুলা হসপিটাল আছে বা ক্লিনিক আছে ওইখানে যায়।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা ?

উত্তরদাতা : এই যে ডেলিভারি আসল ,ডেলিভারির একটা রোগী আসল বা আমারে কল দিল যে এই মহিলার ডেলিভারি হবে তা তুমি কি পারবা কিনা?তখন আমি বলি না এইডা আমার পক্ষে সম্ভব না, আপনার হসপিটল বা ক্লিনিক আছে ওইখানে নিয়া যানগা।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা

উত্তরদাতা : আমরা যেগুলা পারি প্রথম যেমন একটা বাচ্চার ঠান্ডা লাগলো বা জ্বর আসল বা হঠাৎ করে পাতলা পায়খানা দেখা দিলো

প্রশ্নকর্তা :হ্যা

উত্তরদাতা : রাত্রে একটা দেড়ডার সময় পেটে ব্যাথা উঠলো এধরনের চিকিৎসা আমরা দিই স্বাভাবিক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়া থাকি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ,তাহলে কি আপনি বাড়ি গিয়েও?য

উত্তরদাতা : বাড়ি গিয়েও দেখি আর কি

প্রশ্নর্কতা : আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার দোকানে যারা আছে বা আপনি যেখানে যাচ্ছেন এটা নিয়ে ।আচ্ছা এ দোকানটা আপনি কখন খোলেন বা কখন বন্ধ করেন সময়টা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা :এ একসুয়েলী টাইম টেবিল নাই ।তবে সকাল আটটার দিকে আসি রাত নয়টা বা সাড়ে নয়টার দিকে দোকান বন্ধ করি ।

প্রশ্নর্কতা: মানে সারাদিন খোলা থাকে?

উত্তরদাতা :সারাদিনই খোলা থাকে

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা । সারাদিন আপনি এখানে থাকেন? মানে

উত্তরদাতা :সারাদিন খালি দোকান্েই থাকি ।এটাই

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা! লাঞ্চ আওয়ার বা এগুলোতে?

উত্তরদাতা : লাঞ্চ করলে পরে মনে করেন বাড়িত্তে খাবার নিয়ে আসি অথবা কাছে হোটেল আছে হোটেলে খায়।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা : দোকান খোলাই থাকে সকাল আটটা সাড়ে আটটা থেকে রাত নয়টা সাড়ে নয়টা পর্যন্ত

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা রোগী কোন সময়টাতে বেশী হয়?মানে আসে?

উত্তরদাতা :এটাতো আসলে এভাবে কিন্তু বলা ঠিক হয় না যে কোন সময় বেশী হয়

প্রশ্নদাতা : হু

উত্তরদাতা :কোন সময় আছে সারাদিন সকাল টাইমে বইসা রইসি ,বিকাল টাইমে দিশেহারা পাইলাম না(৭:৫৩)

প্রশ্নদাতা :আচ্ছা

উত্তরদাতা :কোন সময় আসে সকাল টাইমে বেশী হয় আবার কোন সময় হচ্ছে বিকেল টাইমে বেশী হয়

প্রশ্নদাতা : হ্যা

উত্তরদাতা :এরকম কোন টাইম সময় সীমা নাই যে ।যেকোন সময় বেশী হবে।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা আচ্ছা ।এই ওষুধের আপনার এই দোকানে ? আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের ওষুধ আছে। তো কি কি ধরনের ওষুধ আছে আপনার এই দোকানে?

উত্তরদাতা : আমার দোকানে তো গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ যেমন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ,গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ,এন্টোবায়টিক মোটামুটি সব ধরনের ওষুধ কিছু কিছু আছে আর কি ।যেগুলো আমাদের গ্রামাঞ্চলে যেগুলো চলে আর কি ।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা : এগুলো আছে মোটামুটি ।

প্রশ্নদাতা :আচ্ছা ।তো আপনি বললেন যে ইয়ে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ আছে আর এন্টোবায়োটিক ও আছে আপনার কাছে ?

উত্তরদাতা : এন্টোবায়টিক নরমাল টা আছে হ্যা।

প্রশ্নদাতা : হ্যা

উত্তরদাতা : জরুরীভিত্তিক যেগুলা ওগুলা তো আমাদের এখানে রাখা সম্ভব না বা রাখে ও না।

প্রশ্নদাতা :আচ্ছা

উত্তরদাতা :ওগুলা অন্য জায়গায় হসপিটাল বা শহর এলাকায় থাকে ।ওগুলো

প্রশ্নদাতা : হ্যা। এই যে এন্টোবায়েটিক বলতেসেন হ্যা ?এন্টোবায়েটিক সম্পর্কে আমাকে একটু বলেন?

উত্তরদাতা : এন্টোবায়টিক হইসে এমন একটা ওষুধ যে একটা রোগের প্রতিরোধ কাজ করে একটা ঠান্ডা প্রচন্ড ঠান্ডা কাশে ভুগতেসে

তখন একটা এন্টোবায়টিক একটা ফাইমক্সিল বা একটা জি ম্যাক্স ক্যাপসুল তারে খাওয়ায় দিলাম । ঠান্ডা ব্যাথা তার ভাল হইয়া গেলো ।এন্টোবায়টিক শব্দের অর্থ হইসে রোগ প্রতিরোধের কাজ করা ।

প্রশ্নদাতা : রোগ প্রতিরোধের কাজ করা আচ্ছা।

উত্তরদাতা : রোগ প্রতিরোধের কাজ করে এন্টোবায়টিক ।

প্রশ্নদাতা : শরীরের ভিতরে কিভাবে কাজ করে এটা তাহলে ?

উত্তরদাতা: এত দূর তো আমরা এত দূর তো লেখাপড়া করি নাই ।ঐটাতো লেখাপড়া এটাতো অনেক জটিল ।প্রশ্ন ।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা তাহলে আপনি বলতেসেন এন্টোবায়েটিক হচ্ছে রোগ প্রতিরোধের কাজ করে ।তাএটা হচ্ছে আবার বললেন এন্টোবায়েটিক আপনি তখন দেন যখন হচ্ছে ঠান্ডা লাগলো?

উত্তরদাতা : জ্বি

প্রশ্নদাতা : আপনি বললেন । আর কি ?

উত্তরদাতা : প্রচন্ড ঠান্ডা লাগলো বা কাশি হয়তেছে বা প্রচন্ড জ্বর আসতেছে তখন ।

প্রশ্নদাতা : হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা : সাধারনত ওষুধে কাজ করে না । প্যারাসিটামলতো , তখনতো নরমাল এন্টোবায়েটিক যেগুলা ওগুলা দেয়ন লাগে আর জটিল যখন হয় ,তখনতো আমরা আর রোগীডা রাখিনা। তখন ডাক্তার আছে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিই। ওনি যখন লিইখা দেই তখন ওইডা আমরা দিই।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা তাহলেএই এটা একটু বলেন যে কয়টা আপনি এন্টোবায়েটিক দেন আর কি ?দেয়ার অভিজ্ঞতাটা আমাকে একটু বলেন? (১০.০৪)

উত্তরদাতা : এন্টোবায়টিক । এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের যে এন্টোবায়েটিক গুলা আছে ওগুলা। মনে করেন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সাত দিন সাত টা প্রতিদিন্ একটা করে ওষুধ খাওয়ার নিয়ম।

প্রশ্নদাতা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা : আর জরুরি হইলে পরে বেশিমাত্রায় তাহলে দুই ভাগ খাইতে পারব ,সকালে একটা ,বিকেলে একটা ।

প্রশ্নদাতা : এজিথ্রোমাইসিন?

উত্তরদাতা : জ্বি । এজিথ্রোমাইসিন যে ওষুধগুলা আছে ওগুলা প্রাপ্তবয়স্ক যারা তারা যে ট্যাবলেট টা ওরা দুইবেলা খাইতে পারব জরুরি হইলে পরে জরুরি অবস্থায় ।আর নরমাল সাধারনভাবে একটা করে ট্যাবলেট সাত দিনে সাত টা ট্যাবলেট খাইতে পারবো।

প্রশ্নদাতা: তার মানে সাত দিনের কোর্স।

উত্তরদাতা : জ্বী সাত দিনের ।

প্রশ্নদাতা: আর যদি দিনে ঐ আরেকটা বললেন দিনে দুইটা করে তাহলে এটা?

উত্তরদাতা :ওইডা জরুরি । যখন বেশী মাত্রায় হয়া গেল গা ঠান্ডাটা প্রচুর হয়া গেলো গা । বা জ্বরটা বিভোর হয়া গেসে বেশীমাত্রায় জ্বর ।তখন দুইটা পারে প্রয়োজন অনুসারে ,দুইটা খাওয়ান যায় সকালে একটা বিকালে একটা ।

প্রশ্নদাতা: এটা কতদিন খাওয়াতে হবে ?

উত্তরদাতা : পাচ দিন বা সাত দিন ।এরকম

প্রশ্নদাতা: আচ্ছা ,আর ওই নরমাল হ্ইলে ?

উত্তরদাতা : নরমাল হইলে সাত দিনে সাতটা ট্যাবলেট খাইলেই মোটামুটি আল্লার রহমতে ভাল হয় আর কি

প্রশ্নদাতা: আচ্ছা আচ্ছা ।এছাড়া আপনি আর কি দেন?মানে, এটাতো একটা বললেন এনজিথ্রোমাইসিনের কথা, এটা হচ্ছে, ঠান্ডা লাগলে বললেন । আর কখন? মানে আমি কারন আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বুঝছেন ?কারন সতেরো বছরের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী তো ,এর মধ্যে আপনি এন্টোবায়োটক যে দিসেন বা দিচ্ছেন? এখনো পর্যন্ত ঐ অভিজ্ঞতাটাই জানতে চাচ্ছি। (১১.২৭)

উত্তরদাতা : অভিজ্ঞতাটাতো মোটামুটিভাবে যে কথাটা বললেন সেটা হলো প্রাথমিক, প্রথমে যে কথটা বললেন সেটা হলো যে একটা রোগী প্রচন্ড শ্বাস কষ্টে ভুগতেছে বা প্রচন্ড জ্বর আসছে, রোগীটা আমার কাছ নিয়ে আসলো, হসপিটালে বা ক্লিনিকে যাওয়ার সামর্থ্য তার নাই বা যাইতে পারব না ।নিয়ে আসলাম আমি এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের ওষুধ সাথে আরো অন্য কিছুওষুধ আছে মনটিলোকাস্ট ওষুধ।

প্রশ্নদাতা : সরি বুঝি নাই

উত্তরদাতা : মনটিলোকাস্ট ওষুধ ।

প্রশ্নদাতা : মনটিলোকাস্ট?

উত্তরদাতা : জ্বী ,মনটিলোকাস্ট ওষুধ দিলাম।

প্রশ্নদাতা : হ্যা

উত্তরদাতা : এগুলো দেওয়ার পরে কাজ হইলো আল্লার রহমতে, কাজ হইলো রোগীডা ভাল হইল ।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা : ভালই এর মধ্যে হসপিটাল বা ক্লিনিকে যাওয়ন লাগে না ।আমার কাছে আল্লার রহমতে ভালই এভাবে চিকিৎসা দেয় আর কি।

প্রশ্নদাতা :আচ্ছা তো?

উত্তরদাতা : আর সাতদিন খাওয়ানোর পরেও যদি দেখলাম যে রোগীডা ভাল হয়ল না বা কোন কাজ করলনা আরো বেশী হইল বা সারল না, ক্লিয়ার হইল না তখন কয়, যে আপনে হসপিটলে যান বা ক্লিনিকে যান , যাইয়া ডাক্তার দেহাইয়া পরে পরীক্ষা কইরা ওষুধ লিইখা নিয়া আসেন । তারপরে খান।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা । তো এটাতো মানে দুইটা ওষুধের নাম বললেন ? মানে

উত্তরদাতা : এরকম আছে গ্রুপে যেমন মনটিলোকাস্ট গ্রুপে আমি শুধু একটা ওষুধে; মনটিল ধরেন মনটিল ,মনোকাস্ট ,মনফিয়ার এ টাইপের একি গ্রুপের ওষুধ

প্রশ্নদাতা : একি গ্রুপ ?

উত্তরদাতা :মনটিলোকাস্ট আমি শুধু বলসি আপনারে গ্রুপে শুধু গ্রুপের নামটা ।যেমন মনটিলোকাস্ট গ্রুপটা যেইটা্ ওইটা

প্রশ্নদাতা : হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা :আর ঐযে এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ যেইটা ।যেমন : জি ম্যাক্স

প্রশ্নদাতা :হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা : এগুলা শুধু এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের নাম বলসি আপনাকে এটার উন্নতমানের ভালো কোম্পানির দিলে পরে অবশ্যই কাজ করবে

প্রশ্নদাতা : তাহলে ্শুধু কি আপনার দুইটা গ্রুপের্ ইয়া?

উত্তরদাতা : আরো বিভিন্ন গ্রুপ আছে । এমনে তো আর বলা সম্ভব ও না। আর কি বলা কি সম্ভব ?নানা গ্রুপের ওষুধ আছে য়েমন কোম্পানির যে নামটা মনটিলোকাস্ট গ্রুপের যে ওষুধটা্ এটাতো বিভিন্ন কোম্পানির আছে ।

প্রশ্নদাতা : হ্যা, আপনি কোন কোন ওষুধ মানে গ্রুপের ওষুধ দেন আর কি সাধারনত ?এন্টিবায়োটিক ওগুলা কথা একটু

উত্তরদাতা :মনটিলোকাস্ট গ্রুপের ওষুধ এইডা রোগের ধরন অনুযায়ী ।এখন রোগী সব তো আর মনটিলোকাস্ট গ্রুপের ওষুধ দেওয়ন যাইবনা

প্রশ্নদাতা : না

উত্তরদাতা: সবতো আর এন্টোবায়েটিক দেওয়ন যাইবনা।

প্রশ্নদাতা : না

উত্তরদাতা :এটা রোগের উপর নির্ভর ।প্র্যাকটিকাল যে জিনিসটা আমরা দেখব ।একটা রোগী আসল আমার কাছে ,আসার পরে দেখলাম যে রোগীডার কি সমস্যা ।সমস্যা যে তার উপর নির্ভর।

প্রশ্নদাতা:হু

উত্তরদাতা : এখন তো মনটিলোকাস্ট বা্ এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপে তো সব রোগীকে দেয়া সম্ভব না ।তাই কি সম্ভব ?

প্রশ্নদাতা: না

উত্তরদাতা :আর বাংলাদেশের বিভিন্ন হাজার হাজার কোম্পানি আছে ।সব কোম্পানির ওষুধের তো নাম মুখস্থ ও থাকে না ।

প্রশ্নদাতা : হ্যা

উত্তরদাতা : যেমন এখানে আপনার এজিথ্রোমাইসিন সাধারনত ঠান্ডাজাত যে এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের যে ওষুধ টা আছে এডা আপনার জি ম্যাক্স, মন্টিলোকাস সাথে আপনার ঠান্ডা ,একটু কাশি আছে বা একটু এলার্জির ভাব আছে ওটার সাথে এন্টিহিস্টামিন বা ড্রোক্সাডাইন বা সেট্রিজিন দুবার (১৪:০৪)ট্যাবলেট দিয়া দিলাম সাথে সাথে কাজ করবো আর কি ।কাজ করবো

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা : সিটিরিজন একটা গ্রুপের ওষুধের নাম ।অ্যালাট্রোল আছে ,সিটল আছে

প্রশ্নদাতা :আচ্ছা

উত্তরদাতা :বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন নামে ওষুধ আছে ।ওগুলো দিলে পরে ঠান্ডা ,কাশ বা এলার্জির কোন ভাব থাকলে কাজ করে আর কি

প্রশ্নদাতা: তা আপনার কি মনে হয়, এই যে এত বছর ধরে আপনি ,করতেসেন আর কি ? কাজ করতে গিয়ে আপনার কি মনে হইসে ?এন্টোবায়েটিকের ব্যবহার কি বৃদ্ধিপাচ্ছে নাকি কমতেসে?

উত্তরদাতা :ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিই পাচ্ছে । কমতেসেনা তো।

প্রশ্নদাতা: কমতেসে না?

উত্তরদাতা : না , আরো বাড়তেসে।কমতেসেনাতো।

প্রশ্নদাতা: এটা কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে একটু বিস্তারিত বলবেন?

উত্তরদাতা : এক এক কোম্পানির এক একটা নাম ।যেমন আগে আছে সাবানের বিভিন্ন কোম্পানি আছে ।যেমন নরমাল টোটাল বাংলাদেশের পঞ্চাশটা কোম্পানি ,পঞ্চাশটা কোম্পানির পঞ্চাশটা আইটেম এন্টোবায়টিক আছে ।এখন আরো বিশটা কোম্পানি ।তাইলে এন্টোবায়েটিক আরো বাড়ইসে।(১৫:০২)

প্রশ্নদাতা:হ্যা ,এন্টোবায়েটিক বাড়সে ঠিক আছে।আমি বলতেসি,এন্টোবায়েটিকের ব্যবহারটা?মানে জনগন আপনার কাছ থেকে কিনতে আসছে হ্যা?কিনতে আসতে গিয়ে এইযে কেনার পরিমান টা ,আগের তুলনায় বাড়সে নাকি এখন?

উত্তরদাতা : বাড়সে

প্রশ্নদাতা: বাড়সে না?

উত্তরদাতা : আগের তুলনায় বাড়সে।

প্রশ্নদাতা:তাইলে এটা একটু বিস্তারিত বলেন।কোন কোন গ্রুপের বাড়সে? কিভাবে বাড়ল? এটা একটু বিস্তারিত

উত্তরদাতা : ঠান্ডা, জ্বর মনে করেন।এটাতো রোগের কারনে ।একটা এন্টোবায়টিক ওষুধতো কেউতো এমনেতে খায় না।কথা ঠিক আসে না?

প্রশ্নদাতা: হ্যা

উত্তরদাতা : একটা এন্টোবায়েটিক ওষুধ কোন লোকে এমনেতে খায়না ।যেমন কারনে খায়

প্রশ্নদাতা:হ্যা, আচ্ছা ।কি কারন হইতে পারে?

উত্তরদাতা :হয়তো ,তার কোন জ্বর আসছে,ঠান্ডা লাগসে বা দীর্ঘদিন যাবৎ কাশ আছে, হাপানি, ব্রঙ্কাইটিস আছে, এজন্য এন্টোবায়েটিক খাওয়ানো লাগে ।এন্টোবায়েটিক খাওয়ালে পরে শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট বা ব্রঙ্কাইটিস যেকোন ধরনের সমস্যা থাকলে ।তাইলে মনে করেন কাজ হয় ।এজন্য অনেক কোম্পানির অনেক এন্টোবায়েটিক ও আছে

পাশ থেকে তৃতীয় ব্যাক্তি : উনার প্রশ্ন হইসে এন্টোবায়েটিক টা লাগে কেন?

প্রশ্নদাতা : তাইলে আমরা যেটা বলতেছিলাম ,যে এন্টোবায়েটিকের যে ব্যবহারটা আপনি বলতেসেন বৃদ্ধিপাচ্ছে এবং ওষুধ কোম্পানি বেড়ে গেসে এজন্য ওষুধের সংখ্যা ও বেড়ে গেসে ।মানে এন্টোবায়েটিক ওষুধের সংখ্যা তাইলে এটা একটু বলেন যে কেন এন্টোবায়েটিকের ব্যবহার জনগনের কাছে বাড়তেসে?

উত্তরদাতা : অসুখের কারনে ।অসুখ ঐযে বললামিই তো সমস্যা পড়বে।সমস্যার কারনে তাদের বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রশ্নদাতা : হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা : যেমন ডায়রিয়া ,সাধারনত গ্রামে তো ডায়রিয়া স্বাভাবিকভাবে হয়। ঠান্ডা,জ্বরে ভুগে এজন্য এন্টোবায়েটিকের বৃদ্ধি আস্তে আস্তে বাড়তেসে।এন্টোবায়েটিক মানুষ ব্যবহার করতেসে।

প্রশ্নদাতা :আচ্ছা

উত্তরদাতা : তারপনে মাঝখানে যে কথাটা হয়সে সে কথাটা যেমন উনির সাথে যে কথাটা হইসে ,যে এন্টোবায়েটিক কাজ করে কিনা বা ওইটির যে আগে যা প্যারাসিটামল পাচশ মিলিগ্রাম লেখা আছে। ঐটার মধ্যে পাচশ আছে না আড়াইশ আছে তা আমাদের দেখার বিষয় না ।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা : এটা স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় আছে। বা এ বিভাগের আলাদা লাইন আছে । তাদের দেখার বিষয় ঐডার মধ্যে কতটুকু কতটুকু পরিমান আছে।এইডা কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় না।এইডা আমরা মাপি না । আমাদের মাপার দরকার হয়না ।আমরা মাপিও না।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা : আমরা যা তৈরি করে , আর ঐ সম্পর্কে যাদের উৎপাদক আছে ।সরকারি লোক যারা আছে ,তাদের মাধ্যমে আসলে প্যারাসিটামলের ভিতরে যেমন ভিটামিন সি, সি এর মধ্যে থাকে সাতশ/পঞ্চাশ মিলিগ্রাম । ঐটার মধ্যে কি আসলে সাতশ/পঞ্চাশ মিলিগ্রাম আছে কিনা ,এটার পরীক্ষা নিরীক্ষার দায়িত্ব শুধু উচ্চপদস্থ যারা লোক আছে তাদের।ঐটাতো আমাদের দেখার বিষয় না ।ঐটা তো আমাদের মাতারও দরকার হয় না। আমরা শুধু ওষুধ প্রয়োগ করি। বা ডাক্তাররা যারা প্রেসকিপসন দেয় ,প্রেসকিপসন দেইখা আমরা ওষুধ দিইয়া দিই,দোকান থেইকা।

প্রশ্নদাতা : হ্যা

উত্তরদাতা : আর প্রাথমিক ,নরমালভাবে প্রাথমিক একদম ই ,প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্ট দেয় সেটা হলো আমরা গ্রামে যারা ,আমরা না পারি ,দেখা গেলো গ্রামের ভিতরে ,রাত একটা বাজে ,তখন একটা রোগীর পেটে ব্যাথা হইলো বা একটা রোগীর ডেলিভারি হবে বা একটা রোগীর প্রচন্ড জ্বর আসছে। তখনতো আর হসপিটালে নেয়া সম্ভব না প্রাথমিক ট্রিটমেন্টটা আমরা দিই ।স্বাভাবিকভাবে ।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা :দেয়ার পর যদি কোন কাজ না করে তখন আমরা রোগিকে হসপিটাল বা ক্লিনিকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিই ।তখন ডাক্তাররা যে এন্টোবায়েটিক দেয় বা যেটাই দেয় , দেওয়ার পরে ,ওই কিছু রোগী আছে প্রেসকিপসরটা আমাদের কাছে নিয়ে আসে।ওইডা আমরা দেখে ওষুধ দিয়া দিই।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা :কিছু রোগী আছে ঐখান থেইকা কিনা নিয়া আসে ।

প্রশ্নদাতা : আচ্ছা

উত্তরদাতা :এভাবে আর কি। তবে এন্টোবায়টিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারন আমি যতটুকু বুঝি আর কি । যেহেতু রোগের কারনে হয়তো ,তাছাড়া আর কোন কারন নাই

প্রশ্নদাতা : ওষুধের কারন?

উত্তরদাতা :অসুখের কারন,জ্বী, অসুখ ,ঠান্ডা ,জ্বর,টাইফয়েড ,কলেরা এগুলো বৃদ্ধি পায় দেইখা অসুখ হয়, দেইখা তো এন্টোবায়টিকের প্রয়োজন হয় বা ওষুধের প্রয়োজন হয় । তাছাড়া তো আর প্রয়োজন হয়না ।

প্রশ্নদাতা : তাহলে কি অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে?

উত্তরদাতা : হয়তো বৃদ্ধি পাবে

প্রশ্নদাতা : কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে?

উত্তরদাতা :কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ প্রশ্ন আমি কিভাবে,আমার কিভাবে করতে পারি ?বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন কারনে

প্রশ্নদাতা :মানে আপনার কি ধারনা? যেহেতু আপনার অভিজ্ঞতা এ লা্ইনে হচ্ছে আপনার অভিজ্ঞতা পুরোটাই

উত্তরদাতা :ওটা আছে। বিভিন্ন কারনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।এটা হচ্ছে এলাকার বিভিন্ন চলাচলের কারনে ।যেমর এইযে আমরা রাস্তার পাওে বইসা রইসি। আমি একজন দোকানদার ।

প্রশ্নকর্তা : হু

উত্তরদাতা :আপনি দেখতেসেন যে গাড়িঘোড়া সবসময় যাইতেসে ।এখানে একটা ধুলাবালি উইড়া আই্য়া নাকের মধ্যে লাগতে পারে।মুখে যায়,চোখে যায়,নাকে যায়।এখানে এলার্জি হইতে পারে।এটা একটা্ অসুখ লাগার লক্ষন হইতে পারে।পারে না?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা :গ্রামাঞ্চলে যারা থাকে ,স্বাভাবিকতো ঠান্ডা জ্বর সবসময় তারা থাকেই,থাকবেই।স্বাভাবিক

প্রশ্নকর্তা:শুধু কি ঠান্ডা জ্বর হয় ? এখানে বেশী ঠান্ডা জ্বর ডায়রিয়ায় বেশী হয় নাকি অন্য?

উত্তরদাতা :এগুলাই বেশী হয়।

প্রশ্নকর্তা: এগুলাই বেশী হয় ?

উত্তরদাতা : জ্বী,এখানেই এগুলাই বেশী হয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা : ঠান্ডা জ্বর পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া,পেট ব্যাথা এগুলাই বেশী।

প্রশ্নকর্তা:এগুলাই বেশী ।আর মাঝে মাঝে হচ্ছে ,ঐ ,যদি হয় ডেলিভারি আর ?

উত্তরদাতা :ডেলিভারি আছে।হয়তো আবার এক্সিডেন্ট হলে ,তা তো আমাদের মাঝে সম্ভব না। এটা হসপিটাল বা ক্লিনিকে পাঠাইয়া দিই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এক্সিডেন্ট হইলে কি আপনারা চিকিৎসা ?

উত্তরদাতা :না এক্সিডেন্ট হইলে পরে আমরা চিকিৎসা নেইনা।আপাতত ঐটা পাশের একটা হসপিটাল বা ক্লিনিকে আমরা পাঠাইয়া দিই।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু প্রাথমিকভাবে আপনার কাছে আসে?

উত্তরদাতা :প্রাথমিকভাবে দেখা গেলো যে একটা রোগী প্রচন্ড ব্লিডিং হয়তাসে বা রক্ত পড়তাসে তাইলে স্বাভাবিকভাবে আমরা যে ব্যান্ডেজ শুরু করি,ভালভাবে বাইন্ধা প্যাচপোচদিয়া

প্রশ্নকর্তা:হু হু

উত্তরদাতা :বাইন্ধা ওইটা আমরা গাড়িতে উইঠা বা ট্রান্সফার কইরা ইয়া পাঠাইয়া দিই।হসপিটাল ক্লিনিকে পাঠাইয়া দিই বা ট্রিটমেন্ট জরুরি যেইটা ,তাই এটা আমরা দিই না আর কি ।এই চিকিৎসা হসপিটালে করে ।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তুহসপিটাল ? একট্া জরুরি ব্যাপারনা? মানে?এক্সিডেন্ট হয়ে গেসে?(২০:১১)

উত্তরদাতা :ব্যাপারতো ঠিক আছে ।কিন্তুজরুরি ব্যাপার এটা ঠিক আছে কিন্তু তাই বলেআর চিকিৎসা তো ,আমরা পল্লীচিকিৎসক যারা আছি ।আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব না । যেটাসম্ভব সাধারনত একটু পাকল বা ছিড়ল এটা আমরা বিভিন্ন জিনিস দিয়া ধোয়া আমরা দিতে পারি ।কিন্তু হাড় ভাইঙ্গা গেলো, বিভিন্ন প্রচন্ড একট্া ক্ষতি হইল।তাতো আর আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব না।বুঝেননাই?

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আপনি এ জায়গায় বসে কোন ধরনের সাধারনত আরকি সচরাচর কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়েটিকগুলো বেশী লিখেন ?জাস্ট কয়েকটার নাম বলেন ।যেগুলো আপনি খুব বেশী লিখেন? সতেরো বছর তো?

উত্তরদাতা : বেশী লিখে আপনার এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের ওষুধ ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা :তারপর লিখে সেপোরোক্সিন , সেফক্সিম ,সেফোডক্সিন এসব ওষুধ সবচাইতে বেশী লিখে ডাক্তার ডাক্তারসাহেবেরা।ডাক্তাররা বেশী লিখে ।

প্রশ্নকর্তা:এই তিন ধরনের মানে আপনি লিখেন আর কি?

উত্তরদাতা : আমি লিখি না।ডাক্তাররা লিখে।

প্রশ্নকর্তা:ও ! আমি জানতে চাচ্ছি আপনি লিখেন?

উত্তরদাতা : আমি তো সাধারনভাবেতো হাইয়ার এন্টোবায়টিক যেগুলা ওগুলা আমরা দিইনা ।ওগুলা আমাদের দেয়ার দরকার হয় না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা : আমি সর্বোচ্চ দেয় আপনের এজিথ্রোমাইসিন ।এজিথ্রোমাইসিন দিয়ে আমি চিকিৎসা দেয়।তারপরে যদি লাগে তাইলে ।ওগুলা আমি চিকিৎসা দিই না ।ডাক্তার আছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই।যারা এমবি বি এস আছে যারা ক্লিনিকে তাদের ।: আমি সর্বোচ্চ এজিথ্রোমাইসিন দেয়ায়।

প্রশ্নকর্তা:হ্যাহ্যা

উত্তরদাতা :তারপর এমোক্সিসিলিন আছে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা :ফুডাইমেক্সাজল আছে (২১ :৪২)

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা :এগুলা প্রাথমিকচিকিৎসা এগুলা দিই।

প্রশ্নকর্তা:এগুলোই দেন?

উত্তরদাতা :জ্বী

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এগুলো ছাড়া আর কোন কিছু আছে?

উত্তরদাতা :এগুলো ছাড়া আর এমনেকি আছে?শারীরিক,..২১:৫৫..,প্রসব বেদনা ,শরীর দূর্বল ,তাহলে যদি ভিটামিন খায় এগুলাই আর কিছুইনা ।

প্রশ্নকর্তা: ঐগুলা তো ভিটামিন মানে এন্টোবায়েটিকের কথা বলতেসেন ?

উত্তরদাতা :না কোন এন্টোবায়েটিক নাই

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা! এই যে কয়টাআপনি এজিথ্রোমাইসিন আর যে কয়টা বললেন আর কি।্এগুলা আপনি কেন দেন?

উত্তরদাতা : অবশ্যই কারনে দেয়। আমি দিই না ।ডাক্তাররা দেয়।

প্রশ্নকর্তা: না না ! আপনি বললেন হচ্ছে একটু আগে এজিথ্রোমাইসিন দেন ?

উত্তরদাতা : জ্বী

প্রশ্নকর্তা: এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপেরটা দেন এইটা হচ্ছে কি জন্য লাগে?

উত্তরদাতা :এটা বিভিন্ন কারনে হয়। এখন যদি বললাম একবারেই প্রচন্ড ঠান্ডা কাশি আছে।

প্রশ্নকর্তা: ঠান্ডা কাশি আছে আচ্ছা ?

উত্তরদাতা :জ্বর আছে,হাপানি আছে ,শ্বাস প্রশ্বাসের কস্ট আছে এজন্য।

প্রশ্নকর্তা:শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য এজিথ্রোমাইসিন ?

উত্তরদাতা :এজিথ্রোমাইসিন কাজ করবো, এজিথ্রোমাইসিন এর সাথে আরো কিছু ওষুধ দেওয়ন লাগে।যেমন মনটিলোকাস্ট গ্রুপের ওষুধ।তারপর আপনের এন্টিহিস্টমেন গ্রুপের ওষুধ ।তারপর আপনের ডোক্সাডাইন গ্রুপের ওষুধ।এটা রোগের ধরন বুইঝা রোগের ধরন একটা রোগী আমার সামনে আসল । তারপর দেখলাম যে রোগিটা প্রচন্ড ঠান্ডা কাশিতে ভুগতেসে তার সঙ্গে এলার্জি্আসে শরীওে তখনতো শুধু ্এন্টোবায়েটিক ঐএজিথ্রোমাইসিনেটা দেেব না। তখন হল আপনার এন্টোবায়েটিক এজিথ্রোমাইসিন দিতে হবে ডেক্সিড্রিন ট্যবলেটদিতে হবে । তারপর আরো মনটিলোকাস্ট গ্রুপের ওষুধ দেওয়ন লাগবো অযদি তাপমাত্রা বেশী আসে জ্বর আসে বেশী তখন তো আর খালি ঐ জ্বরের ঐ এজিথ্রোমাইসিনের সাথে কিছু প্যারাসিটমল দিতে হবে ,এইতো এভাবে চিকিৎসা দিতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তার মানে হচ্ছে প্যারাসিটমল তো আর এন্টোবায়েটিক?

উত্তরদাতা :এন্টোবায়েটিক না। আপনার তাপমাত্রা শরীরের স্বাভাবিক

প্রশ্নকর্তা:তার মানে এন্টোবায়েটিক আপনি একসাথে দুইধরনের দিয়ে দিচ্ছেন আর কি?এজিথ্রোমাইসিনআর মনটিলোকাস্ট গ্রুপ বললেন?

উত্তরদাতা : মানে ঐ রোগের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা, এলার্জি এবং তার হচ্ছে ঠান্ডা যদি দুটা একসাথে থাকে আপনি বললেন তখন আপনি ঐভাবে দেন।

উত্তরদাতা :জ্বী আমি বললাম তখন যে ট্রিটমেন্টটা সেটা হলো্একটা রোগীর ধরন । প্র্যাকটিক্যাল একটা রোগীর ধরন অনুযায়ী তরি চিকিৎসা দিতে হইব। খালি এজিথ্রোমাইসিন নিয়া ইসে থাকলে তো্আমার কাজ হইব না ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা : খালি এজিথ্রোমাইসিন কাজ হইব না ।একটা রোগী আমার কাছে নিয়া আসল যেমর এই ভাই রে দেখায় ,উনি প্রচন্ড শ্বাস প্রশ্বাস ,ঠান্ডা কাশিতে ভুগতেসে এবং প্রচন্ড জ্বর আছে তাপমাত্রা বেশী আছে । এখন তাইলে এজিথ্রোমাইসিন নিয়া বসে থাকলে কাজ হইতো না ।সাথে আরো যেকিছু ওষুধ দিতে হবে।কিছু ওষুধ মানে ঐযে ঐগ্রুপের ওষুধ যেমন প্যারাসিটমল জাতীয় ওষুধ যেমন জ্বর থাকলে পরে বেশী প্যারাসিটমল দিতে হবে

প্রশ্নকর্তা:না।সেটা তো আমি বলতেসি ।সেটা তো ইয়া নরমাল যে ,প্যারাসিটমলওষুধ ইয়া জ্বরের ওষুধ আর কি মানে দুইটা একসাথে এন্টোবায়টিক আর কি?

উত্তরদাতা : এন্টোবায়েটিক দুইটা একসাথে দেয়া যায় না তো। এন্টোবায়েটিক তো এন্টোবায়েটিক। যেমন সাধারনত,সাপোশ,আপনি জিম্যাক্স ধরেন জিম্যাক্স একটা এন্টোবায়টিক, এজিথ্রোমাইসিন ।একটা রোগী আসার পর দেখলাম যে রোগীটার প্রচন্ডঠান্ডা এবং কাশ হাপানি এগুলো সব আমাদের গ্রামাঞ্চালে বেশী এবং জ্বর ঐ রোগীরে কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক একটা রোগীওে শুধু খালি আপনার ঐ এন্টোবায়টিক দুইটা দেওয়ন যাইবনা মানে একটা জিনিস দিয়া দিলাম । প্রতিদিন রাতে একটা করে জি ম্যাক্স পাচশ পাওয়ারের ।প্রতিদিন রাতে ছয়দিন ছয়টা করে ট্যাবলেট

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: এবং ওইটা হাতে আরো কিছু আছে মনে করেন যে ,প্রচন্ড শ্বাস প্রশ্বাসে ভুগতাসে ,ঠান্ডা জ্বরে ভুগতাসে তাইলে সাথে প্যারাসিটামল দিয়া (২৫:০২) সাথে মনটিলোকাস্ট গ্রুপের ওষুধ বা সিটারিজন গ্রুপের ওষুধ দিয়া দিই। রাগী আল্লার রহমতেআস্তে আস্তে আরাম পায়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা :একত্রে কিন্তু আপনার দুইটা এন্টোবায়টিক একত্রে কোন রোগীকে দেয় না বা দেয়া ঠিক না ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা মনটিলোকাস্ট কি ইসে ?এন্টোবায়টিক?

উত্তরদাতা: এটা এন্টোবায়টিক না।মনটিলোকাস্ট এন্টোবায়টিক নামে বেচলেও , মনটিলোকাস্ট এন্টোবায়টিক না ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: হালকা ঠান্ডা কাশের ওষুধ ।এটা

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।এই যে আপনার, যখন আপনি বিক্রি করেন হ্যা এন্টোবায়টিক যখন দেন রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসাই বলেন আর অন্যসময় বলেন যখন দেন বা বিক্রি করেন ঐসময় আপনার কি মনে হয় ?কি চ্যালেঞ্জ এন্টোবায়টিক বিক্রির ক্ষেত্রে ।আপনার কি চ্যালেঞ্জ মনে হয়?

উত্তরদাতা :এন্টোবায়টিক বিক্রির ক্ষেত্রে কি চ্যালেঞ্জ ?মনে করেন যে

প্রশ্নকর্তা:বা ধরেন যে কোন ধরনের সমস্যা বা চিন্তিত ।আপনি বা সমস্যাবোধ করেন বিক্রিরকরার ক্ষেত্রে আর কি?

উত্তরদাতা : সমস্যা বলতে আমিতো একবারি বললাম যে রোগিটা একটা লোক একটা বাচ্ছা হোক বাএকটা বয়স্ক মানুষ বা প্রাপ্তবয়স্ক লোক আমার কাছে আসল তখন দেখলাম যে সাধারন যে ওষুধগুলা আছে ,নরমালযে প্যারাসিটমল , এগুলো তার ওষুধগুনে জ্বরগুনে ঠান্ডা বা কাশটা থাকে ।এ মুহুর্তের মধ্যে এন্টোবায়টিক দিতে হবে ।এন্টোবায়টিক দিলে পরে এটুকু চ্যালেঞ্জ থাকে আল্লাহর রহমতে এন্টোবায়টিকে অসুখ টা এ রোগীটা কিন্তু প্রচন্ড জ্বরে ভুগতাসে, তাইলে এ ওষুধটা দিলে অবশ্যই এ রোগটা কাজ হবে বা ভালো হবে।

প্রশ্নকতা :আচ্ছা,

উত্তরদাতা :আমাদের চ্যালেঞ্জ এটুকুই আরতো কোন চ্যালেঞ্জ ,আমরা চ্যালেঞ্জ কইরা কখনো ,ওষুধ দেয়া সম্ভব না বা দেয়া ঠিক ও না।

প্রশ্নকর্তা: চ্যালেঞ্জিং মনে হয় কিনা ?

উত্তরদাতা: এটাপ্রাথমিক বুঝা যায় আর কি যে ,আল্লার রহমতে এ ওষুধট দিলে প্ইরা এ আল্লার রহমতে ভালো হবে

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা : এটুকুই চ্যালেঞ্জ ,আর কোন চ্যালেঞ্জ কইরা ওষুধ দেয়া যাই না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । কোন ধরনের সমস্যা মানে হইসে এরকম বিক্রি করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত ?

উত্তরদাতা: না ,আজ পযর্ন্ত ।আল্লার রহমতে আমার কোন সমস্যা বা হয় নাই

প্রশ্নকর্তা:সমস্যা হয় নাই । কিন্তু আপনি নিজে ইয়ে করসেন কিনা ? এই করতে গিয়ে দিব কি দিবনা? এরকম কোন সমস্যা ফেস করসেন কিনা?

উত্তরদাতা : না । আমি রোগী দেখলে পরে বুঝছি। একটা লোক আমার কাছে আইলে আমি বুঝছি যে এইটা দেওয়ন যাবে কি যাবে না । যেটা দেওয়া গেসে ওটা দিসি যেটা না দেওয়ন গেসে ওটা দিই নাই হেডা ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা : সাধারনত ওষুধ গুলো প্রাথমিক যে প্যারাসিটমল বা অন্যান্য ওষুধ গুলো আছে এগুলো দিসি ভালভাবে দেইখা ।যেটা প্রয়োজন হইসে ওইডারে দিসি।যেটা প্রয়োজন যেটা দরকার তারে দেওয়ন লাগসে এন্টোবায়েটিক । বাচ্চা এবং বয়স্ক মানুষ বড় মানুষ গুলোর যেটা দরকার মনে করসি যে হ দেওয়ন দরকার হবে ।এটা দিলে পরে এরোগিটা প্রচন্ড ঠান্ডাই ভুগতাসে বাজ্বরে ভুগতাসে এটা একটা সিপ্রোসিনের একটা ট্যাবলেট দিলে অবশ্যই কাজ করব ।

প্রশ্নকর্তা:কোন পর্যায়ের রোগী আপনার কাছে আসতে থাকে ?

উত্তরদাতা : সব ধরনের রোগী আসে

প্রশ্নকর্তা: না না ,কোন পর্যায়ে? রোগের কোন পর্যায়ে এসে আসতেসে আপনার কাছে? এই ওষুধ নেওয়ার জন্য? ধরেন জ্বর হলো যেটা

উত্তরদাতা :হ্যা জ্বর হলো।

প্রশ্নকর্তা:যেটা আপনি বলতেসেন জ্বর হলো ,জ্বর হয় যাদের ডায়রিয়া হয় ,জ্বরের কোন পর্যায়ে আসতেসে আপনার কাছে?ওষুধ নেওয়ার জন্য ?

উত্তরদাতা :জ্বর একটা গ্রামে বা একটা বাড়িতে একটা লোকের জ্বর হলো ।জ্বর হলে পরে রোগীটা আমার কাছে আসল ।ভাই একটু জ্বর টা মাইপা দেখেন ।আমার কতটুকু জ্বর আছে? জ্বরটা মাপ দিলাম থার্মোমিটার দিয়া ।

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা : মাপ দেয়ার পরে তাড়াতাড়ি রোগীটারে চিকিৎসা দিলাম।জ্বরের সেটারে জ্বরের চিকিৎসা এভাবে দেই আর কি

প্রশ্নকর্তা:মানে আমি বলতে চাচ্ছি ।ধরেন জ্বর হইল কত ডিগ্রী জ্বর এবং কোন সময়টাতে আসে?প্রথমদিনে আসে নাকি দ্বিতীয় দিন এরকম কোন পর্যায় টাতে আসে?চলে আসে?

উত্তরদাতা :এইটা হইতাসে গিয়া জ্বর যদি বেশী উঠে প্রথমদিনেই আসে অথবা কোন

প্রশ্নকর্তা: বেশী বললে কতহইলে চলে আসে সাধারনত?

উত্তরদাতা : একশ এক বা একশ ডিগ্রী এরকম, সাধারনত শরীরের তাপমাত্রা কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের শরীরের তাপমাত্রা থাকে আটানব্বই ডিগ্রী; গ্রামাঞ্চলে যারা স্বাভাবিক প্রথমদিন যে জ্বর ঐদিন আসে ,কিছু কিছু রোগী আছে ঐদিন থাকে তারপরের দিন আসে ,একদিন পরে আসে ।ইচ্ছা যখনই আসে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো। এর আগে কি এরা ওষুধ খেয়ে নেই ?আগেই ?

উত্তরদাতা : অনেকেই খাই ,অনেকেই খায়না। আমার কাছে যে লোকজন আসে ।আমি তো আর অন্য পাওয়ারি বা অন্য ওষুধ দিই না

প্রশ্নকর্তা:না অবশ্যই।

উত্তরদাতা :আমি তারে জিজ্ঞেস করি যে দুইদিন ধরে খান কি আপনার জ্বর আইসে ?আপনি কোন ওষুধ খাইসেন কিনা?পরে অনেকেই বলে হ অমুখ খান থেইকা প্যারাসিটমল ওষুধটা খাইসিলাম কাজ হয় নাই।এজন্য তোমার কাছে আসছি।কিছু লোক খায়,কিছু লোক খায় না । যারা খেয়ে কাজ না হয় তাহলে যায় হসপিটাল ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, জ্বরের জন্যও কি আপনার কাছে আসার পওে আবার হসপিটালে যায়?যাওয়া লাগতেসে?

উত্তরদাতা :জ্বরের জন্য সহজে , আমার মনে হয় যে ,সতেরো বছরে খুব একটা মনে পড়ে না যে ট্রান্সফার কইরা দিসি বা গেসে ,এরকম অনেকে মনে পড়ে না ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।তার মানে আপনার কাছ থেকে ওষুধ খাওয়ার পওে ভাল হয়ে গেসে আচ্ছা?

উত্তরদাতা :ভাল হয়,আবার দেখসি যে ,সাতদিন খাওয়ানির পর একটা লোকেরে সাতদিন একটা ওষুধ খাওয়ালাম বা পাচদিন খাওয়ালাম জ্বর ভাল হল না । এই রোগীটারে পাঠিয়ে দিলাম যে আপনার হইতেসে যে, টেস্ট আছে একটা জ্বরের ব্লাডটা টেস্ট করে আসেন ।দেহেনগা জ্বও টা কোন পর্যায়ে গেসে। আমার মনে হয়না যে এরকম দিসি ।তবে হঠাৎ কওে দেওয়ন লাগসে আর কি । সতেরো বছরে হয়তো দুইটা বা তিনটা রোগী এরকম গেসে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: যখন আপনার কাছ থেকে রোগীরা এন্টোবায়টিক কিনতে আসে ,বা আপনি ও এন্টোবায়টিক দিচ্ছেন হ্যা? তখন আপনি তাদেরকে কি ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন? (৩০:৩১)মানে এন্টোবায়টিক আমি কিনতে আসলাম।আমি আপনার রোগী, আমাকে এন্টোবায়টিক দিলেন হ্যা ?

উত্তরদাতা : অবশ্যই ওটা ইয়া আছে ।প্রেসক্রিপসন থাকে ।ডাক্তারদের প্রেসক্রিপসন থাকে । ।প্রেসক্রিপসন লেখা আছে যে এটাতো লেখা আছে ।তখন আমি বলি এটাতো পাচদিন খাইতে বলসে ডাক্তার ।আপনি পাচদিনই খান বা সাতদিন খাইতে বলসে সাতদিন খাইবেন ।প্রেসক্রিপসন ছাড়াতো কোন রোগী আসে না যে এন্টোবায়টিক দিব

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা : প্রেসক্রিপসন নিয়ে আসে । ডাক্তাররা লিখে ।প্রেসক্রিপসন মোতাবেক আমি ওষুধ দিয়া থাকি

প্রশ্নকর্তা: ওখানে কোন পরামর্শ দেন কিনা আপনি ?তাদেরকে?

উত্তরদাতা : পরামর্শ তো , যা খাওয়ার যে নিয়ম কানন টা আছে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা : আর তো কোন পরামর্শ আমার দেখা ঠিক হয়না

প্রশ্নকর্তা: অন্যকোন পরামর্শ দেন না?

উত্তরদাতা : অন্য পরামর্শ প্রয়োজন মনে করি না। যেহেতু ডাক্তাররা লিখে দিইসে । এখানে তাদের্ উপর বলাতো আমার পক্ষে ঠিক হয়না । একটা ডাক্তাররা লিখে দিইসে ওষুধ টা ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা

উত্তরদাতা : একটা বড় ডাক্তার হসপিটালে বা ক্লিনিকে লিইখা দিল্ এম বি বিএস বা প্রফেসর লিইখা দিল। তাদের্ উপর দিয়া কোন কথা বা পরামর্শ দেয়া আমার পক্ষে ঠিক হবে বলেন ?

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, মানে আলাদা করে আপনি কোন পরামর্শ দেন না ?

উত্তরদাতা :না আলাদা করে প্রয়োজন হয়না । দেয় না। যদি দেখি যে ,আমি যেটুকু বলি কোর্সটা কমপ্লেট করে খাবেন।যেটা লিখা আছে পাচদিন বা সাতদিন ব চৌদ্দদিন যেভাবে লিখসে ।যে যে নিয়মকানুন যাযা খাইতে বলসে ডাক্তার সাবে এ ওষুধ টা নিয়মিত ভাবে খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা : এটুকুই পরামর্শ তাছাড়া আর কোন কিছুর তো দরকার পড়ে না

প্রশ্নকর্তা:ধরেন আপনার কাছে আসল এমন একজন যে হচ্ছে প্রেসক্রিপসন পড়তে পারে না হ্যা?

উত্তরদাতা :আসে অনেকেই আসে প্রেসক্রিপসন পড়তে পারে না

প্রশ্নকর্তা:কারন গ্রাম এলাকার ইয়া? তাহলে তখন আপনি কি করেন ?

উত্তরদাতা :তখন্ ঐ কাগজটা নিয়ে আসলে আমি তো দেখতে পারি আমি বুঝছি.বুঝি যে প্রেসক্রিপসনটা এ ওষুধটা লিখসে ।তখন আমি বলি যে,এডা লিখসে আপনার পাচদিন,এডা হচ্ছে সাতদিন এডা হচ্ছে দুইদিন বা তিনদিন ।এভাবে লিখসে এভাবে ওষুধ নিয়া খাইতে খাকেন।ওষুধটা আমার কারো দোকানে থাকলে পরে দোকান থেইকা ওষুধটা তাদেরকে আমি দিয়া দি্ই ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। ঐ ওষুধগুলা দেখায় দিয়ে বলেন আর কি এটা কতদিন?

উত্তরদাতা : ওষুধটা দেখায় দিয়ে বলি ,ওটা খাওয়ার নিয়ম কানুন দেখায় দিই অথবা কাইটা দিই ।যেটা দুইবার খাওয়ানোর দুইটা কাটা দিয়া দিই বা দাগ দিয়া দিই । এটা তাদেনকে বুঝাইয়া বইলা দিই

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা কাটা কোথায় দেন ,দাগ কোথায় দেন?

উত্তরদাতা : ওষুধের মাঝখানে, ওষুধের মাঝখানে।হালকা করে কাইটা দিলে পরে বুঝন যায় যে দুবেলা খাওয়ার নিয়ম

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ওরা বুঝে যায়?

উত্তরদাতা :ওরা বুঝে যায় ।আমি লিইখা দিলে তো তারা বুঝতেসেনা ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ,লিখাতো যেহেতু পড়তে পারেনা

উত্তরদাতা :বুঝবনা

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এইযে ইয়ে এছাড়া আপনি কোন পরার্মশ দেন কিনা ?ধরেন ঐখানে আপনি দেখলেন এন্টোবায়েটিক দিসে ।মানে ওরা তো যেহেতু পড়তে জানে না,ওরা বুঝল না। কিন্তু তোআপনি বিক্রি করতেসেন আপনি জানেন তখন আপনি ঐ এন্টোবায়টিক সর্ম্পকে আলাদা করে কিছু বলেন কিনা ?

উত্তরদাতা :না আমি বলি না ।বলিনা এই জন্য যে এটা আমার বলার মতো কিছু নাই ওখানে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা : নাই কিজন্য এই যে এটাতো যেহেতু আমার হাত নাই ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা : আমিতো সাধারনত ওষুধ বিক্রেতা এবং প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট আমরা দেই ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা :যেহেতু এটা একটা হসপিটাল থেইকা সিদ্ধান্ত তাদের উপর দেয়া।পরামর্শ দেয়া তো আমার পক্ষে ঠিক হয় না ।ঐই যে আমি একবারে বললাম তাদের উপর দিয়া পরামর্শ দিয়া

প্রশ্নকর্তা: না আপনি শুধু বুঝায় দেন আর কি ?

উত্তরদাতা : আমি শুধু বুঝায় দিই।

প্রশ্নকর্তা: এই ওষুধ ? এই ওষুধ কিন্তু স্পেসিফিক করে বলেননা ? এটা এন্টোবায়েটিক বা এটা ইয়ে ?

উত্তরদাতা :এন্টোবায়েটিক এটাতো বলা হয়না।এন্টোবায়েটিক এটাতো অবশ্যই বলতে হবেযে হ এটা এন্টোবায়েটিক, বা এটা প্যারাসিটমল ,এটা ভিটামিন বা এটা তোমার ক্যালসিয়াম ট্যবলেট এটাতো অবশ্যই বলতে হবে।

প্রশ্নকতা : ওটাই জানদে চাচ্ছি ওটা বলেন কিনা ?

উত্তরদাতা : ওটা বলতে হবে । এটা আপনারএন্টোবায়েটিক ক্যাপসুল ,এটা আপনার লিখসে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ।এটা লিখসে ভিটামিন জাতীয় ওষুধ ।এটা লিখসে আপনার প্যারাসিটমল ।এটা অবশ্যই বলতে হবে ।এটা বইলা দিই।বইলা দিয়া তারপর ডোসটা নিয়া দেখেন এটা এভাবে খাইবেন ওটা ওভাবে খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তুএটা কি আপনি নিজে বলেন নাকি ওনারা জিজ্ঞেস করে?

উত্তরদাতা : ওনারা জিজ্ঞেস করে না,এই যে আপনি বললেন না যে সবাই তো আর প্রেসক্রিপসন পড়তে পারে না ।নিজ থেকে আমাদের হসপিটালে আছে বা ক্লিনিকে আসে । ডাক্তার সাহেবরা লিইখা দিসে লিইখা দেওয়ার পর কাগজটা নিয়া আসল আমার কাছে। ভাই দেখেন তো কি ওষুধটা লিখসে ওষুধ টা দেন তো আমারে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা

উত্তরদাতা : ওষুধটা দেইখা আমি দেইখা ওষুধটা দিয়া দিলাম ।তারপর বললাম যে এইডা আপনার এই সমস্যার জন্য ওষুধটা লেখসে। এটা একটা এন্টিবাযেয়টিক ওষুধ বা এটা প্যারাসিটমল ।এটা আপনার ভিটামিন।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা : আপনার হয়ত গ্যাস ফরম আছে । ডাক্তার সাহেব দেখসে গ্যাস আছে ।গ্যাসটির জন্য এ ওষুধটা লিখসে ।এটা আপনি একবার কইরা খাইবেন ।

প্রশ্নকতা:আচ্ছা

উত্তরদাতা : অনেকে আবার জিজ্ঞেস কওে এটা কিসের জন্য লাগসে ?কি কারনে? তখন বুইঝা দেওয়ন লাগে ,বলন লাগে যে এই সমাচার ..৩৪:২৪..

প্রশ্নকতা : ধরেন বয়স্ক,শিশু,নারীভেদে আলাদা আলাদা করে কি এগুলো ইয়ে ডিপেন্ড করে পরামর্শ গুলো?

উত্তরদাতা :অবশ্যই

প্রশ্নকর্তা: আপনার বুঝায় দেয়া আর কি ?

উত্তরদাতা :অবশ্যই জ্বী আলাদাআলাদাকরে বুঝায় ॥আলাদা আলাদা ভাবে এখন শিশু পোলাপাইনের সাথে বয়স্ক লোকের তুলনা হয় না ।আর দেখবেন বৃদ্ধ লোকের সাথে দেখা যায়যে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের সাথে তুলনা হয় না ।

প্রশ্নকতা : কাকে বুঝায় দেন শিশুর ওষুধ গুলো ?

উত্তরদাতা : একটা শিশু একটা বাচ্চা কোলে করে নিয়ে এগুলা তখন দেখা যায় .একা আসতে পারবে?

প্রশ্নকর্তা :আর খুব বেশী বয়স্ক হলে ?

উত্তরদাতা : ওরার সাথে যেকোন গার্ডিয়ার আসে ।গার্ডিয়ানরে বুঝায় দেয় । অথবা উনি যদি নিজে আসতে পারে আসার সমর্থনটা খাকে,ক্ষমতাটা থাকে তাদেরকে বুঝায় দেয়

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা। তো ধরেন এইযে আপনি তো মাঝে মাঝে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এই এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপটা দেন হ্যা?ওই গ্রুপের ওষুধ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আপনি দিয়ে থাকেন । কোন গ্রুপের এন্টোবায়টিকটা আপনি বেশী দেন?

উত্তরদাতা : আমি সব কটি দিসি । প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্টটা যেটা এজিথ্রোমাইসিন আর এমোক্সাসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা : এজিথ্রোমাইসিন আর এমোক্সাসিলিন আচ্ছা? আপনার এক্ষেত্রে কোনটা বেশী পছন্দ আর কি দেওয়ার ক্ষেত্রে রোগীদেরকে ?

উত্তরদাতা :দুনোটা ওষুধই কিন্তু ভাল ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা : এজিথ্রোমাইসিন যে ওষুধটা তাও মোটামুটি ভাল কাজ করে । ভালো কোম্পানি যেটা আছে । কোম্পানি তো হাজার হাজার কোম্পানি আছে । কিন্তু এর মধ্যে ভাল কোম্পানি গুনগত মান যে কোম্পানিটা ভাল ওষুধটা অবশ্যই ভালো কাজ করে এবং এমোক্সাসিলিন ওষুধও মোটামুটি ভাল কাজ করে ।

প্রশ্নকতা: হু

উত্তরদাতা :দুনোটা ওষুধই কিন্তু ভাল । (৩৬:০৯) একটা রোগী দেহা গেল যে হালকা পাতলা ঠান্ডা কাশ তখন তো তাদেরকে এন্টোবায়টিক দেওয়ার প্রয়োজন না

প্রশ্নকতা: হ্যা

উত্তরদাতা : তখন সাথে ফাইমক্সিল বা নরমাল যে এন্টিবায়টিক গুলা আছে এগুলা দিলে তার কাজ করে ,তাইলে আগে এন্টিবাটিক দিবো কেন? প্রয়োজন হয় না তাই দিই না

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা : আর যাদের জটিল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারতেসেনা।গ্যাস দেওয়র প্রয়োজন হয়ে গেসে ।এরমত অবস্থায় তো প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট দিলে বা নরমাল এন্টিবায়িটিক দিলে কাজ ...৩৬:২৯.. এজিথ্রোমাইসিন বা ওটার সাথে যে আনো অন্যান্য কিছু আছে এগুলা দিয়া দিই আর কি

প্রশ্নকর্তা : তার মানে এান্টবায়টিকের যে জেনারেশন আসে ?আপনি কোন জেনারেশনটা প্রথমেই দেন? এটাই?

উত্তরদাতা : এটা তো রোগের ধরন অনুযায়ী দিতে হয়

প্রশ্নকতা : রোগের ধরন অনুযায়ী দিতে হয়?

উত্তরদাতা : জ্বী, একটা রোগী আইল ,অহন যে দেখলাম যে তার জটিল না ।সমস্যা নরমাল

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আমাকে কোন একটা রোগের উদাহরন দিয়ে বলে দেন তাহলে বুঝতে সুবিধাহবে ?

উত্তরদাতা : যেমন একটা রোগী প্রাপ্ত বয়স্ক একটা রোগী ,রোগীটার প্রচন্ড ঠান্ডা যেমন কাশ এবং সাথে জ্বর আছে এবং কাশ তার তিনদিন বা পাচ দিন বা দুইদিন উবার হয়ে গেসে গা ।অন্যান্য জায়গায় ওষুধ খাইসে কিনা সেটা জানিনা ।বা খাইসে কাজ হয় নাই

এ রোগী হয়ত আমার কাছে আসল, তার সমস্যা হইল প্রচন্ড ঠান্ডা, বুকের কাছে প্রচন্ড ঠান্ডা, কাশ জ্বর এসমস্যা নিয়ে সে ভুগতাসে । দুইদিন বা তিনদিন বা পাচ দিন, এ রোগীরা যখন আমার কাছে আসল ,আমি হয়ত জিজ্ঞেস করি কোন ওষুধ খাইসেন কিনা ।হয়ত বলে যে, খাইসি কেউ বলে যে খায় নাই বা খাইসি কাজ হয় নাই । এই রোগীডা মনে করেন আমি ঐ জি ম্যাক্স ক্যাপসুল ,, ঐযে আপনার, প্রতিদিন সাথে আপনার প্যারাসিটমল গ্রুপের ওষুধ। মনটিলোকাস্ট গ্রুপের ওষুধ ঐ যে বললাম রোগের ধরন অনুযায়ী ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা :এ ওষুধ দিয়া দেই ভাল হয় । আরেকটা রোগী আসে বাচ্চা পোলাপাইন বা শিশু , শিশু পোলাপাইনের দেখা গেল যে প্রচন্ড ঠান্ডা কাশে ভুগতেসে ।একটা রোগের চিকিৎসা দিলাম জ্বর আসে। ঠান্ডা কাশ ও আছে। তখন তারে হয়তো প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্টটা সেটা হলো আপনার প্যারাসিটমল জাতীয় একটা সিরাপ ,এমোক্সাসিন গ্রুপের সিরাপ দিয়া দিলাম। আর সাথে আপনার একটা এমব্রোক্সো গ্রুপের সিরাপ দিলাম কাজ হইল ।

প্রশ্নকর্তা : ধরেন কাজ হইল না ।মানে ধরেন কাজ হইল না তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা : প্রথম চিকিৎসা দিলাম দেওয়ার পর কাজ হইল না। দেখা গেল যে আমি যা দিসি কাজ হয় নাই। তখন আমি তাদের বলি যে আপনার শিশু বিশেষক ডাক্তার যে আছে আমাদের হসপিটাল বা ক্লিনিকে ।

প্রশ্নকর্তা : কোথায় সেটা

উত্তরদাতা :এটা হল মির্জাপুর ।

প্রশ্নকর্তা : মির্জাপুর?

উত্তরদাতা :মির্জাপুল ,কুমোদিনী হসপিটাল ওখানে আছে । আমাদের নিজস্ব অনেক ক্লিনিক আছে ,ভাল ভাল ক্লিনিক আছে । ওখানে শিশু বিশেষক ডাক্তার আছে তখন বলি যে আপনি একটু দয়া করে ওখানে যান আগে পরীক্ষা করে নিয়া আসেন ।যেহেতু আমি চিকিৎসাটা দিলাম কাজ হ্ইল না । তাইলে এখন আমার এখানে রাইখা লাভ নাই । বা দেয়া ঠিক হবে না । আপনি একটু দয়া করে হসপিটাল বা ক্লিনিকে ডাক্তার দেহাইয়া নিয়ে আসেন গা ওনি যেইডা লিইখা দেয় পরিবর্তীতে আমি দিয়া দিমো

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ভাইয়া।আমাদের হচ্ছে যে আগের যে আলোচনা ছিল ,তারপরে অনেকদিন পরে আসলাম ।আপনার সাথে ঐ আল্চন্টা কন্টিনিউ করার জন্য । যে জিনিসটা আমরা আগে আলোচনা করছিলাম ঐ ইয়া ধরে আমি বলি ,এখর হচ্ছে আমি জানতে চাচ্ছি আপনার এই যে, এন্টোবায়েটিক বাজার মূল্য ,বাজার মূল্য যেটা আছে সেটার সাথে জনগনের যে ইয়া কিনার ক্ষমতা ,এই ক্রয়ক্ষমতা ,তাদেরকি ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সামথ্যের মধ্যে আছে কিনা ? এন্টোবায়েটিক এর দামটা ?

উত্তরদাতা :এন্টোবায়েটিক মনে করেন বিভিন্ন ধরনের আছে । বিভিন্ন ধরনের এন্টোবায়েটিক আছে। যেমন আমার কাছে একটা আছে ।একটা ট্যবলেটের দাম একশ পঞ্চাশ টাকা আছে ।যেমন আমার গ্রামাঞ্চলে অনেক লোক আছে তাদের ঐ দেড়শ টাহার একটা ট্যাবলেট কিনা সম্ভব হয় না । সামর্থ্যনের বাহিরে তারপর আবার রোগ অসুখ ওষুধ কিনতু খাইতে হবে । এরকম আছে আর কি । তবে আনেকেরই একটু কষ্ট হয় । আর কি ।গ্রামাঞ্চলে যারা আছে অনেকেরই দেখা গেল যে এন্টোবায়েটিক যেগুলা ,যেগুলা হাইয়ার এন্টোবায়টিক ,পাওয়ার ফুল এন্টোবায়েটিক এগুলা যে এম আর পি আছে , এম আর পি তো মুল্য এম আর পি অনুযায়ী বিক্রি করান লাগবে । অনেকেরই একটু কষ্ট হয় ,বেশী হয় আর কি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা।

উত্তরদাতা :তারপরে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়যে ডাক্তার সাহেবরা যেগুলো লিখে প্রেসক্রিপসন করেন , ওনারা যে ওষুধগুলা লেখন আছে অনেকেরই দেওয়ন লাগে। এগুলার যা মূল্য আছে বা যেভাবে বাজারে ,যেভাবে আছে ওভাবে দিতে হবে । তাইলে ওরা রোগের অনুসারে দিতে হবে ।আমি যেটা বুঝি আর কি । এ জাতীয়ওষুধ না দিলে তো আবার কাজ হইব না

প্রশ্নকর্তা : হ্যা সেটাই।

উত্তরদাতা :এখন ওটা আমাদের যে কয়টাকা দাম? ওটা দশ টাকা,বিশ টাকা,পঞ্চাশ টাকা,একশ টাকা ,দেড়শ টাকা যে টাকা ,ওটা লাগে আর কি ,দেওয়ন লাগে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে

উত্তরদাতা :অনেকেরই একটু কষ্ট হয়

প্রশ্নকর্তা : তারপরেও কি তারা কিনে?

উত্তরদাতা :অবশ্যই কিনন লাগে । যেহেতু ওষুধ ডাক্তার সাহেবরা লিখসে । ওষুধ কিনন লাগে , কিনতে হয়,কিনে তারা।

প্রশ্নকর্তা : তখন কি পুরা কোর্সটা কিনে নাকি? কিভাবে কিনে আর কি?

উত্তরদাতা : অনেকেই দেখা গেসে যে যেমন ,সাতদিন ডাক্তার সাহেবরা লিখসে সাতদিন খাইবেন ।চৌদ্দটা লাগবো বা সাতটা লাগবো । কিছু অর্ধেক নিয়ে যায় ,আবার পরবর্তীতে আইসা অর্ধেক কিছু।

প্রশ্নকর্তা : অর্ধেক নিয়ে যায়।

উত্তরদাতা :ফুলকোর্স অনেকেই ফুল নেই না। আর কি? কিছু ওষুধ নিয়া যায় কিছু বাকি থাকে ।পরবর্তীতে খাওয়ার পওে,পরবর্তীতে আইসা আবার নেয়।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি মাঝখানে কি গ্যাপ হয়ে যায়? ওদের খাওয়ার মিস হয় ? একটা দুইটা?

উত্তরদাতা :যদি টাকা দেখাগেল , অনেক রোগী আছে যদি টাকা সংগ্রহ না করতে পারল তাইলে মিস হইয়া যাইগা আর যাদের টাকার সংগ্রহ হয় তাদের মিস হয় না ।আবার নিয়মিত ওষুধ নিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তার মানে ।বেশীরভাগ কোনটা চলে?

উত্তরদাতা : বেশীরভাগই আপনার ঠিক হয় । মিস হয়না। হঠাৎ করে দুই একটা রোগীর ক্ষেত্রে মিস হয় যে দেখা গেল , রোগ সাইরা গেসে গা । কিছু হালকা একটু বাকি রইসে। তারা ভাবে যে , আর খাইলাম না ।তিনদিন সাতদিন লিখসে ডাক্তার সাব ,পাচদিন খাইয়া সাইরা গেসে গা । হালকা একটু, ঐটা স্াইরা যাইবোনে।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। আমরা যেটা বলতেছিলাম এই যে, লোকজন মানে এন্টোবায়েটিক গুলা তো নিচ্ছে বললেন । হয়তো অর্ধেক নিচ্ছে হয়তো মানে পুরা কোর্স নিচ্ছে । তারা যে পরিমান টাকা খরচ করতাসে এন্টোবায়েটিকের পিছনে , সেই পরিমান তারা সেবা মানে রোগটা সুস্থ হচ্ছে কিনা? সেবাটা পাচ্ছে কিনা?

উত্তরদাতা : সেবা তো পাচ্ছে । যেভাবে ওষুধগুলা লিখতাসে তাতে দেখা যায় যে ওষুধটা খাওয়ার পর রোগীডা ভাল হইল। তাইলে অবশ্যই তারা সেবা পাচ্ছে। এভাবে ভাল হইতাসে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ঠিক আছে।যে জিনিসটা বলছিলাম ওরা কি ওদের কোর্স যখন ওষুধ নিয়ে যায় ?তখন ওরা কি আসলে খায়? এটা কি আপনি কখনো .আপনার কাছে যখন রোগী আসে , তখন চেক করে দেখসেন তাদের সাথে ?

উত্তরদাতা : আমরা মোটামুটি আশি বা নব্বই পারসেন্ট চেক করতেসি তারা ওষুধটা নিয়া অবশ্যই খাই এবং খাওয়ার পরে এবং রোগীটার হয়ত উপকার হয় । ইপকার হইলে তো অবশ্যই খাইব এবং আরেকটা কথা বলছিলেন যেটা হইলো যে মানুষ এন্টোবায়েটিক খাওয়ার পর সেবা পাই কিনা?

প্রশ্নকর্তা : : হ্যা হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা : অবশ্যই পায়। যেহেতু ডাক্তার সাহেব যখন লিখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ।লেখে ,যেটা লেখে ,এন্টোবায়েটিক যেটা লেখে খাওয়ার পর অবশীই রোগটা ভাল হয় । তাইলে অবশ্যই্ উপকার পাওয়া যায় । বলা যায় আর কি তাই না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা

উত্তরদাতা :উপকার হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এই যে এন্টো বায়েটিক লেখার সময়ে বা আপনি যখন দিচ্ছেন ? দেওয়ার সময়ে আপনি তো ইয়ে বলসিলেন যে ? এজিথ্রোমাইসিন আর এমোক্সিসিলিন ইয়ার দেন আর কি ?

উত্তরদাতা :আমি ঐটা ব্যবহার করি

প্রশ্নকর্তা : হ্যা। আপনি ইয়া করেন ।আর বাকিরা ? আর বাকিগুলো হচ্ছে আপনার দোকানে আসে, যখন চায় সেটা দিয়ে দেন?

উত্তরদাতা :সেটা দিই।

প্রশ্নকর্তা :এখন দেওয়ার সময়ে আপনি এই যে এন্টোবায়েটিক , আপনি যখন এই দুইটা লিখেন ,লিখার সময়ে এন্টোবয়টিককে প্রাধান্য দেন বেশী নাকি অন্য ওষুধগুলাকে প্রাধান্য দেন বেশী ?

উত্তরদাতা : প্রথম কথা আমি একবারে বলসি যে হইল ওষুধ যে একটা রোগী যখন আমার কাছে আসে আসলে পরে রোগী ধরন দেইখা চিকিৎসা দেই ।দেওয়ন লাগে ।দেখা গেল যে প্রচন্ড জ্বর বা ঠান্ডা কাশে ভুগতাসে ।তার অবস্থা যেটা কাজ হবে ওইডি আগে দিতে হবে, ওগুলো পরবর্তীতে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট যেটা , প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট আমি এমোক্সাসিলিন বা এজিথ্রোমাইসিন বা সিপ্রোফক্সাসিলিন দেয়া দিলাম । এহন কাজ না হইলে ওইডারে হসপিটাল বা ক্লিনিকে পাঠাইয়া দিই।্এখানে আমার প্রথম প্রাধান্য দেওয়া এটাই যে , রোগীটা আসলে মূলত কি কারনে কি সমস্যা নিয়ে আসছে ? আমার কাছে এ সমস্যা দেখার পরে ,প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট ..০৪:৫৫.. রোগীরে দিয়া থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তার মানে হচ্ছে রোগীটাওে প্রাধান্য দেন বেশী ? অন্য ইয়ে থেকে?

উত্তরদাতা :জ্বী রোগটারে প্রাধান্য দি্ই।

প্রশ্নকর্তা : ঐ অনুসারে আপনি ওষুধগুলা দেন?

উত্তরদাতা : ওষুধটা দেই। যেগুলো সাধারন যাদের ঠান্ডা আছে । তাদের এমোক্সিসিলিন; তা জ্বর আছে হালকা রক্ত আমাশয় আছে এরকম সিপ্রোফক্সাসিলিন/এজিথ্রোমাইসিন্এগুলা দিই । তাইলে এটা দিয়ে শুধু হইল রোগটির ধরনের উপর নির্ভর করে ওষুধের উপর নির্ভর করে না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাহলে । আপনার কি মনে হয় এই যে সাধারন নরমাল ওষুধের থেকে এই যে ইয়ার এন্টোবায়টিকের মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা :সাধারন?্

প্রশ্নকর্তা : সাধারন যে ওষুধ আছে ? এন্টোবায়টিক যে ওষুধ আছে ? এ্ই যে দুধরনের ওষুধের মধ্যে পার্থক্য টা কোন জায়গায় ?

উত্তরদাতা : সাধারন ওষুধ বলতে যেমন সাধারন ওষুধ বলতে তো আমরা প্যারাসিটমল যেটা; এগুলার মধ্যে হালকা পাতলা যেমন প্রাথমিক একটু নাক এই যে ঋতুর পরিবর্তনের কারনে অনেকের ঠান্ডা কাশ লাগে ।এমতাবস্তায় আপনের প্রাথমিক যে ওষুধটা প্যারাসিটমল এগুলো ব্যবহার করন যায়। কিন্তু পাথর্ক্য ? এন্টোবায়টিকের সাথে পার্থক্য টুকুই যারা জ্বর গভীর বা জটিল ভাবে ভুগতাসে যেমন প্যারাসিটামল বা নরমাল ওষুধ কাজ হচ্ছে না তখন আপনারে এন্টোবায়টিক গুলা ব্যবহারের দরকার হয় । তহন আমি

প্রশ্নকর্তা :পাথর্ক্য হচ্ছে আপনার মতে নরমাল ইয়ের জন্য নরমাল ওষুধ

উত্তরদাতা : নরমাল অসুখের জন্য নরমাল ওষুধ ।আর যহন একটু সমস্যা বেশী বুঝা যায় তহন তার জন্য একটু বেশী পাওয়ারি ওষুধ বা এই এই যে এন্টোবায়টিক গুলা দেওয়ন যায় ।দেই আর কি । এটুকুই পার্থক্য।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা। তাহলে এই যে লোকজন যখন আসে প্রেসক্রিপসন ছাড়া এন্টোবায়টিক চাইতে আসে আপনার কাছ থেকে যেমন দোকান তো আসে আপনার কাছ থেকে রোগী ,কাষ্টমাররা তো আসতেসে প্রেসক্রিপসন ছাড়া ,একজন আসলো এন্টোবায়টিক চাইতে ,তখন আপনি কি করেন ?

উত্তরদাতা: না প্রেসক্রিপসন ছাড়া যদি কোন এন্টোবায়টিক কেউ চাই ,আমি বলিযে কি কারনে খাইবেন ?কি সমস্যা কি আপনের ? অনেকেরই আমি এগুলো দেই না ।আমি দেই না যে ,আপনার হয়ত বলে যে আমার ঠান্ডা লাগসে ।ঠান্ডার জন্যে আপনার তো এন্টোবায়াটকের প্রয়োজন নেই। আপনি ওষুধটা খান ,তাইলে প্রেসক্রিপসন ছাড়া কোন রোগী আসলে পরে যে এন্টোবায়টিক ।অহরহ এন্টোবায়টিক দেই ,ওইটা আমি ব্যবহার করি না দেখি যে আসলে এন্টোবায়টিক দেয়া যায় কিনা ?বা আসলে তার এন্টোবায়টিক প্রয়োজন কিনা? প্রয়োজন কিনা । যদি প্রয়োজন মনে করি .তাহলে ওগুলো দেয় ।আর যদি প্রয়োজন না মনে করি ।তাইলে আমি ওইগুলো দিই না । আর যদি প্রেসক্রিপসন থাকে ,তাইলে কোন কথায় নাই ।প্রেসক্রিপসন চাইয়া তো দিই ।প্রেসক্রিপসন দেইখা দিই।

প্রশ্নকর্তা : তার মানে প্রেসক্রিপসন ছাড়া,আসলে আপনি আগে জানতে চান। আরকি .যে

উত্তরদাতা :জ্বী,কি সমস্যা কি আপনার ? এই এন্টোবায়টিক কিসের জন্য ? কি সমস্যা? আমরাও দেয় ।দেমুনা কেন? অবশ্যই আগে যাচাই করে নিই ,আসলে তার প্রয়োজন কিনা ?অনেকেই অহরহ আইয়া চাই ।চাই না । ডেলিভারি একটা রোগী তার ,পেটে ব্যাথা হইসে ডেলিভারির হওয়ার পরে । কই ব্যাথার ট্যাবলেট দেন .তখন .যাই বলে তাই দিলে....০৭:৪৪..... তার আবার ব্লেডিং বেশী হ্ইব । ...০৭:৪৬.... আমরা দেমু নাকি ? তাহলে সেটা যাচাই করা দরকার যাচাই করে, দেখি প্রয়োজন হয় , হ যে দেয়া চলবে। না চললে না এটা দেওয়ন যাইবনা ।এটা সম্ভব না । এভাবে আমরা বইলা দেই অরে। কি প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট হিসেবে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা । সেটাতো আপনারা না করলে ?এখন ওদের কে তো দূরে যাইতে হবে ৫

উত্তরদাতা : দূরে যাইতে হবে কথা সেটাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । ঠিক আছে । আর আমরা এখন একটা কথা বলব ,রিস্ক নিয়ে আরকি।যেগুলো ঝুকি,ব্যবহারের ঝুকি । এন্টোবায়েটিক ব্যবহারের ঝুকি নিয়ে কথা বলব । এক্ষেত্রে আমি জানতে চাইব যে , এইে য রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এন্টোবায়েটিক গুলা কিরকম ভূমিকা পালন করে ? মানে খুব কার্যকর কিনা?

উত্তরদাতা : এন্টোবায়েটিক এর কার্যকারিতা এরকমই যে রোগ প্রতিরোধ এর ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধের এন্টোবায়েটিক অর্থ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। অহন রোগ প্রতিরোধ ,বিভিন্ন ধরনের রোগ থাকতে পারে । এর আগে একবার আপনের কাছে আমি বলসিলাম যে একটা রোগীর প্রচন্ড ঠান্ডা কাশে ভুগতেসে ।শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতেসে এমতাবস্তায় তারে আপনার জি ম্যাক্স ,এজিথ্রোমাইসিন,এটা দিলাম সাথে আরো,অন্যান্য যে আপনার সালভিউকাম গ্রুপের ওষুধ আছে। মনটিলোকাস্ট গ্রুপের ওষুধ আছে ,এগুলা দিলাম।দিইলা পইরা রোগীরা আল্লার রহমতে আস্তে আস্তে ভাল হইব।তাইলে অবশ্যই এখানে রোগ প্রতিরোধ এর অবশ্যই কাজ করে।এন্টোবায়েটিকে তো অবশ্যই কাজ করবে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট হিসেবে।

প্রশ্নকর্তা : মানে ওই ইয়া জ্বরের ক্ষেত্রে বা ঠান্ডার ক্ষেত্রে এগুলা কাজ করে আর কি ?

উত্তরদাতা : জ্বী জ্বী ।

প্রশ্নকর্তা :তারপর আপনার কি মনে হয়? কোন গ্রুপের ওষুধটা ?আর কি ,এন্টোবায়েটিকটা বেশী কার্যকর ,আপনার ইয়া এ দীর্ঘসময়ের অভিজ্ঞতা অনুসারে

উত্তরদাতা :আমার মাঝে যেটা আছে সেটা হলো

প্রশ্নকর্তা : তাহলে যেটা বলছিলেন ,কোন গ্রুপের ওষুধটি ভাল কাজ করে?

উত্তরদাতা :কোন গ্রুপের ওষুধ ভালভাবে কাজ করে?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা মানে আপনার তো দীর্ঘ এই লাইনের অভিজ্ঞতা

উত্তরদাতা : ,কোন গ্রুপের ওষুধ আমি তো বললাম যে একটা রোগী আসল আমার কাছে আমার জানামতে সেটা হইল কি? এমোক্সাসিন গ্রুপের শুধু ভাল কোম্পানি যেটা গুনগত মান সেগুলা ভাল কোম্পানী আছে ।ভাল কাজ করে ।এমোক্সাসিলিন ভাল কাজ করে। সেপ্রাডিন গ্রুপের ওষুধ ভাল কাজ করে ।ভাল কোম্পানি কিন্তুসেপ্রাডিন গ্রুপের কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির আছে।বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন নামে ওষুধ বাইর করসে ।গ্রুপ কিন্তুসপ্রাডিন ্ ভাল গুনগত মান যে কোম্পানি গুলা আছে । এগুলা কিন্তু ভাল কাজ করে। এবংএমোক্সাসিলিন ও কাজ করে ,সেপ্রাডিন ও কাজ করে ,সিপ্রোফক্সাসিলিন ও কাজ করে এবং এজিথ্রোমাইসিন ও ভাল কাজ করে । এর পরবর্তীতে যে আরো এন্টিবায়েটিক গুলা আছে ...১০:২৭... ওগুলার চিকিৎসা আমি করিই না ।এগুলা ডাক্তার সাবে লেখলে পরে ওগুলা আমি দিই। আমার জানামতে এমোক্সাসিলিন ,সিপ্রোফক্সাসিলিন ,এজিথ্রোমাইসিন এগুলা ভাল কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আর এই যে এন্টোবায়েটিকের হ্যা ,সাইড ইফেক্ট বলে এই যে এইটা সম্পর্কে একটু বলবেন ?

উত্তরদাতা :অনেক আছে এন্টোবায়েটিক যেমন কিছু কিছু লোক আছে । কেটোনক্সাজল (১০:৫১) সালফানেটাজল খাইলে পরে দেখা গেল শরীরে এলার্জি জ্বর্ উঠে ।হইতবা শরীর ফুলে যাইগা ঠেটে মুটে ঘা ,ঠোটে এবং মুখে ঘা উঠে ।আবার অনেকের আছে সিপ্রোফক্সাসিলিন খাইলে পরে বমি বমি ভাব হয় । মাথা ঘোরায় । এরকম অনেক সমস্যা দেখা দেয়।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে্এগুলোর প্রতিকার ?কিভাবে দূর করবেন?

উত্তরদাতা : যদি দেখা যায় যে কোন ওষুধে কোন রোগীর এরকম ,তাহলে ওগুলা কিছু ওষুধ আছে ।ওগুলা

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা প্বার্শপ্রতিক্রিয়া গুলো কিভাবে মোকাবেলা করা যায়? মানে সাইড ইফেক্ট গুলো আরকি ?

উত্তরদাতা :এগুলা অনেক রোগীর খবর করে,এলার্জীগুলো ।হয়ত ওষুধটা খাওয়া বন্ধ ক্ইরা দেয়। জটিল হইলে পরে, অনেক ক্ষেত্রে জটিল হয,আকার ধারন করলে পরে হসপিটালে পাঠায় ,ক্লিনিকে ট্রান্সফার কইরা দিই ।আমার জানামতে যেগুলো,ওগুলো এত জটিল হয়না । সমস্যা এটুকুই হয় ,হয়ত কোন রোগীর এলার্জী হয়। হয়তো বমি বমি ভাব হয় ।এটুকুই দেখা যায় ,যেটা হচ্ছে খাওয়া বন্ধ রাখলে পরে এক সপ্তাহ ঠিক হইয়া যায় গা ।আর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না ।আর কি হয়ত খাওয়ার জন্য।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ,এইযে এন্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স এইটা আপনি শুনছেন?

উত্তরদাতা : রেজিস্টেন্স ?

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স বলে একটা ইয়েআছে ,টার্ম আছে । এইটা সম্পর্কে আপনি শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতা : না । এইটা সম্পর্কে আমার ধারনা নাই। জানা নাই।

প্রশ্নকর্তা :এইটা সম্পর্কে ধারনা নাই ? তাহলে এই যে ধরেন এই যে ওষুধ খাইতে গিয়ে , এন্টিবায়োটিকওষুধ খাইতে গিয়ে নিয়ম ঠিকমত পালন করলনা । তখন তাদের কোন সমস্যা হইতে পারে কিনা ?মানে যেভাবে সঠিক নিয়মে খাওয়ার কথা ,সঠিক নিয়মে যদি না খায় ,তাহলে কোন সমস্যা হইতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা : অবশ্যই , হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তা :সাপোশ সে এন্টিবায়োটিক খাইতেসে অলরেডী হ্যা । খাইতে খাইতে সে মিস দিল মাঝখানে বা কোন কারনে তার টাইমটা ঠিক মত হল না । তখন কি কোন সমস্যা হইতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা :অনেকেরই সমস্যা হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ,কি ধরনের সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা : কি ধরনের সমস্যা ,এখন কি ধরনের ওষুধটা দিলো সেটাতো

প্রশ্নকর্তা : জ্বরের জন্য, ধরেন খুব বেশী জ্বরের জন্য

উত্তরদাতা :এখন বেশী জ্বরের জন্য যদি এন্টিবায়টিক ওষুধ দিল ।দেখা গেল খাওয়ার নিয়ম বলল যে এটা তিনবার খাইয়েন ,আটঘন্টা পরে পরে । তিন আটা চব্বিশ ,তিনবেলা খাইবেন ।তারপর সাতদিন খাওয়ার নিয়ম দিল যে সাতদিন খাইবেন ।পাচদিন খাওয়ার পর কইমা গেলো ,আর খ্াইলো না । তাইলে ঐ যে বাকি দুইদিন যে কোর্স কমপ্লেট করল না বাকি রইল ।সপ্তাহ খানেক পওে জ্বরটা আবার ্উঠলো পরে বা জ্বরটা কিন্তু ভিতরে রয়েই গেলো।একেবারে নির্মূল হইয়া সারল না আর কি । তাইলে পরবর্তীতে দেখা গেলো ,হঠাৎ করে জ্বরটা আবার বেশী হইল । অথবা তিনদিন খাওয়ায়ল ,তিনদিন খাওয়ার পওে আবার দুইদিন খাইলনা ।বাদ রাখল ,বাদ রাখার পরে যে অসুখের জন্য ওষুধটা দিসি হইল; ঐ অসুখটা ফির আবার বৃদ্ধি পাইতে পারে ,বৃদ্ধি পায়,অনেক ক্ষেত্রে পায় আর কি

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা । বৃদ্ধি পাইলে এটার সমাধান কি হইতে পারে? পরবর্তীতে ?

উত্তরদাতা :সমাধান হয়তো ঐ ওষুধটা আবার ডাক্তারের কাছে পরামর্শ করন লাগে ।যে আমি এ সপ্তাহ একদিন খাইসিলাম বা মাঝখানে বাদ পড়সে । পীড়া বড় হইসে ।ডাক্তার সাহেবেরা অনেকেই বলে যে এইডা আবার খান গা।অথবা ওষুধ চেঞ্জ করে দেয় আর কি।

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা ঐটা ডাক্তারের নিয়ম

উত্তরদাতা : জ্বী

প্রশ্নকর্তা : আর যদি এরকম হয় যেকোন রোগীকে আমরা,যেমন আমাদের এখান থেকে সবসময় এন্টিবায়টিক কেউ না কেউ খাচ্ছে বা নিচ্ছে। এইযে এন্টিবায়টিক সঠিকভাবে খাওয়ার চ্যালেঞ্জটা ,কিভাবে মোকাবেলা করবো ?

উত্তরদাতা :ঐটা তাদেরকে বইলা দিতে হবে যে , যেটা সাতটা ।এক্সামপল সরূপ, যে সাতদিন আপনি ক্যাপসুল দেওয়ার পর ,সাতদিন বা চৌদ্দ দিন খাইতে হবে । ঐডা অসুখের উপর নির্ভর করে ।তাইতো সাতদিন বা চৌদ্দ দিন খাইতে হবে এবং ডাক্তার যে রোগীডারে এরকম এন্টিবায়টিক লিখব বা যাদেরকে দেওয়া হয় বলতে হবে । সাঠকভাবে বলতে হবে যে আপনারে সাতদিন খাইতে হবে।একদিন কম খাইলে পরে কাজ হইব না। পরবর্তীতে দেখা যাইব যে ,আবার এ অসুখটা বৃদ্ধি পাইতে পারে বা আবার সমস্যা হইতে পারে ।আপনে একদিনও কম খাইয়েননা ।সাতদিন আপনার খাইতে হবে বা চৌদ্দ দিন খাইতে হবে।এইটা বুইঝা এভাবে বলে দিতে হবে আর কি

প্রশ্নকর্তা :এটা কোন সময়ে বুঝায় তে হবে?

উত্তরদাতা :প্রথম যখন এরা প্রেসক্রিপসন নিয়া আসল বাওষুধ নিতে আসল।যদি কোন দেখলাম যে ,এন্টিবায়টিক জি ম্যাক্স ট্যাবলেট খাইল।হয়ত টাকা নাই বা যেকোন কারনে তিনটা নিয়াগেল । আর তিনটা বাকি রইল। তো বইলা দিলাম ,এইযে তিনটা কিনতু আপনাকে নিতে হবে ,বাদ দেয়া যাইব না । তিনদিন তিনটা খান গা ।খাওয়ার তিনদিন একটা ট্যবলেট খাইয়া নেই।পরবতীর্তে আবার এসে তিনটা ট্যবলেট যে বাকি রইল এক্সাম্পল হিসেবে ছয়টা দিয়া বুঝাইতাম আরকি জিনিসটা ।কথা ঠিক আছে। ঐ তিনটা ট্যবলেট কিন্তু পরবতীতে আপনার নিতে হবে।পরবতীতে বলতে যেমন তিনদিনে তিনটা খাইবেন ।খাওয়ার পরে আর যে তিনটা বাকি রইল ,সে তিনটা নিশ্চিত নিতে হইব ,একটাও বাদ দেওয়ন যাইবনা । যহন এ ওষুধটা নিব তহনই তাদেরকে ভাল ক্ইরা বুঝাইয়া বইলা দিতে হবে।এটা নেওয়ার সময় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমরা এবার একটু ইয়ে নিয়ে কথা বলব,নীতিমালা সম্পর্কিত আর কি ধরেন,নিয়মনীতি যে,ইয়াগুলা আছে ,ইয়াগুলা সম্পর্কে কথা বলব । তো এই যে এন্টিবয়োটিক ধরেন বা সাধারন ওষুধ ধরেন ,এটা নিয়ন্ত্রন করার জন্য কি কোন পর্যবেক্ষক আছে আপনাদের ওখানে ?

উত্তরদাতা : অবশ্যই আছে।

প্রশ্নকর্তা : এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি আমি

উত্তরদাতা : আমাদের যে কোন ধরনের ওষুধই হোক এডার নিয়ন্ত্রন পর্যবেক্ষক আমাদের টাঙ্গাইলে আছে । উনি আসে প্রায় প্রায় আসে।এলাকা দিয়া যেখানে দোকান টোহান আছে ঐখান দিয়া চেক কইরা দেখে আর কি ।যেকোন এক্সপায়ারড ডেইট ওভার কোন মাল আছে কিনা ,যেটা আপনার নিষিদ্ধ ওষুধ ওডা আছে কিনা ।এরকম চেক দিয়া চেক দিয়া দেইখা যায়।

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা এটা কোথা থেকে আসে কি নাম?

উত্তরদাতা: এটাতো মেইন আমাদের। নামটা আমি সঠিক জানিনা ।টাঙ্গাইলে যিনি উনি ড্রাগ সুপার যে আছে ,উনি চেঞ্জ হয় আর কি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।কোন অরগানাইজেশন ?এটা কি সরকারি নাকি?

উত্তরদাতা : সরকারি

প্রশ্নকর্তা :তাহলে এটা কি কোন অরগানাইজেশন ?সেটা?

উত্তরদাতা : টাঙ্গাইলে যে সংগঠন,নামটা যেন কি ,নামটা আমার সঠিক জানা নাই।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এই ্ইয়া মানে সরকারি কোন নীতিমালা আছে? এটা সম্পর্কিত দেখার জন্য পর্যবেক্ষন করার জন্য?

উত্তরদাতা :উনিতো সরকারীভাবেই তো নিবে ।সরকারী লোকই তো নিবে এটার মধ্যে ,ড্রাগ সুপার আছে,ড্রাগ অফিস আছে ,ড্রাগ অফিসের যে লোকজন আছে ,ঐটাতো সরকারী

প্রশ্নকর্তা : কতদিন পরপর আসে আপনাদের এখানে ?

উত্তরদাতা :আমাদের এখানে আসে ,মনে করেন তিনমাস ,চারমাস বা পাচমাস এরকমভাবে ঘুরে আইসা আইসা তদন্ত কইরা যায়,দেইখা যায়।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাহলে এরকম এন্টিবায়োটিক বিক্রি করার জন্য আরকি কোন ধরনের নীতিমালার প্রয়োজন আসে কি ? আপনি কি মনে করেন?

উত্তরদাতা :এন্টিবায়োটিক বিক্রি করার জন্য নীতিমালার প্রয়োজন তো ।

প্রশ্নকর্তা :মানে আছে কিনা? আপনি নিজের থেকে কি মনে করেন ?

উত্তরদাতা :নীতিমালা অবশ্যই আছে ।হুবুহু অহরহ তো আর এন্টিবায়োটিক বিক্রি করা যাইবনা । নীতিমালা অবশ্যই আছে। থাকব।

প্রশ্নকর্তা : আর নীতিমালা প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তরদাতা :প্রয়োজন আছে অবশ্যই আছে।

প্রশ্নকর্তা : কেন এটা মনে হল আপনার?

উত্তরদাতা : এন্টিবায়োটিক খেয়ে একটা লোক এক্সিডেন্ট করতে পারে বা দরকার না অযথা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারে । তাইলে প্রয়োজন ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে পরে ,একজন মানুষের ক্ষতি হতে পারে না ?

প্রশ্নকর্তা :হু

উত্তরদাতা : তাইলে অবশ্যই এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের নীতি বা নিয়ম কানুন অবশ্যই আছে, প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নকর্তা :তারপর এটা একটু জানতে চাচ্ছি যে ,অনেক সময় অযৌক্তিক ভাবেকিছু ব্যবসায়ী আছে বা কিছু সেবাদানকারী ও আছে ।অনেকসময় ডাক্তার ও আছে যে, যারা প্রয়োজন নাই তারপরেও এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে। এরকম কি আছে ? আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা : এজন্যতো আমি বললাম যে প্রয়োজন ছাড়া অনেকেই এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। সাধারন ঠান্ডা কাশে দিয়াদিলো হইয়ারএন্টিবায়োটিক তাইলে এটা তার ক্যাশের জন্য ,তার ব্যক্তির জন্য ,কিন্তু আসলে তো রোগীর এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন না এত হাইয়ার এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নাই ।সাধারন প্যারাসিটামল খাইতে পারে । তার জ্বরটা বা ঠান্ডাটা সাইরা যাইবো ।এখানে কেন এন্টিবায়োটিক দিব তাইলে অবশ্যই এডার নিয়ম বা এডার বিধিমালা বাএডার নিয়ম প্রয়োজন।

প্রশ্নকর্তা :দরকার

উত্তরদাতা : অবশ্যই দরকার

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা অনেকসময় দেখা যায় ,রোগীর সুবিধার চেয়ে ,নিজের ব্যবসায়ী , আর্থিক সুবিধাটাকে বেশী দেখে বা সেবাদানকারী ডাক্তার ।ধরেন যে নিজের ইয়া সুবিধাটাকে বেশী দেখে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপসন করে ।এরকম কি মনে হয় আপনার? করে থাকে?

উত্তরদাতা : ওরকম আমার---প্রেসক্রিপসন যেগুলা এগুলা আমরা এম বি বি এস ডাক্তার সাহেবেরা যেগুলা যেগুলা করে ওরকম সচরাচর দেখিনা আরকি । যে রোগীর সুবিধার চাইতে নিজের স্বার্থটা কে বেশী দেখল বা এরকম চিন্তা ভাবনা কইরা দেখল । এরকম আমি সহজে পায় না ।

প্রশ্নকর্তা : সহজে পান না?

উত্তরদাতা : না

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।হাহলে আপনার কি মনে হয় নাই যে ভোক্তার অধিকার বলে একটা ইয়া আছে।এটা সম্পর্কে আপনি জানেন কি না?

উত্তরদাতা : ভোক্তার কি?

প্রশ্নকর্তা :ভোক্তার অধিকার

উত্তরদাতা :জ্বী

প্রশ্নকর্তা : যে ক্রেতা অধিকার বা কাস্টমারের অধিকার ।এইটা সর্ম্পকে জানেন কিনা?

উত্তরদাতা :না ওইটা সর্ম্পকে আমি ওতটুকু জানিনা । জানি যেটা একটা ভোক্তার অধিকার একটা নিয়ম আছে । কিন্তু এইটা সর্ম্পকে ? কিভাবে কি? জিনিসটা কি?

প্রশ্নকর্তা : এটা জিনিসটা কি জানেন কিনা? মানে ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে ,একটু আগে বললেন শুনছি। এটার ডিটেলস কিরকম বা এটা আসলে কোথায় প্রয়োগ করা হয় এরকম কিছু কি শুনছেন ?

উত্তরদাতা : না এটা আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা: এটা আপনি জানেন না । শুধু শুনছেন আর কি ,এরকম একটা নীাত আছে ।

উত্তরদাতা: শুধু শুনছি। (২০:১৪),

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা,তাহলে , এইযে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপসন ,হ্যা। ঠিকভাবে প্রেসক্রিপসন করার জন্য বা ঐ যে একটু আগে আমরা বলছিলাম যে সঠিকভাবে পরামর্শ ,নিয়ম ব্যবহার করা ,এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা এটা কিভাবে প্রেসক্রিপসনে লেখা যায় .? আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি । অকে । কি আবার রিপিড করব?

উত্তরদাতা :বলেন আবার বলেন।

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা ।ঐ ইয়াটা হচ্ছে যে ধরেন কেউ মানে ঐ যে ,রোগীরা অনেকসময় বললেন যে অর্ধেক খেয়ে খায় না বা সঠিক নিয়ম মেনে খায় না । ঐ এন্টিবায়োটিক সঠিক নিয়মে খাওয়ার জন্য প্রেসক্রিপসনে আমরা কিভাবে এই পরামর্শ গুলো লিখতে পারি ? আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি ।

উত্তরদাতা : আমার মতামত , আমি যেটুকু বুঝি আর কি ,সেটা হল কি যে একটা রোগী দীর্ঘদিন যাবত ঠান্ডা জ্বর কাশিতে ভুগতেসে ।এখন তার এন্টিবায়োটিক ছাড়া তার ঠান্ডা কাশ ছাড়তেসেনা এখন তারে অবশ্যই তারে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, এই এমোক্সাসিলিন বা এই এজিথ্রোমাইসিন বা সিপ্রোফক্সাসিলিন ট্যাবলেটটা , আমি এডা সাতদিন বা পাচদিন বা তিনদিন এটা না খ্াইলে পরে আপনের এটা কাজ হইবনা । তাদেরকে মৌখিকভাবে সামনাসামনি মৌখিকভাবে তাদেরকে বুঝাইয়া বইলা দিতে হয় । বুঝিয়া বইলা দিই যে আপনার সাতদিনি খাইতে হবে । সাতদিনের কম খাওয়া যাইব না।

প্রশ্নকর্তা :মৌখিকভাবে বলতে হবে।

উত্তরদাতা : মৌখিকভাবে আর কি । বইলা দিই।

প্রশ্নকর্তা : কোন প্রেসক্রিপসনে লেখার কোন

উত্তরদাতা : মৌখিকভাবে বুঝিয়ে দিলে পরে হয় ।কাজ হয় ।প্রেসক্রিপসনের প্রয়োজনটা নাই প্রেসক্রিপসনে লেখা থাকে যে সাতদিন খাইতে হবে । এটুকুই লেখা থাকে আর কি বা পাচদিন খাইতে হবে । প্রেসক্রিপসনে এটুকুই লিখা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এটাতো বললেন । এখন আমি জানতে চাচ্ছি , এই ড্রাগ কোম্পানীগুলো যেগুলো আছে আর কি বিভিন্ন ড্রাগ কোম্পানী আছে আপনাদের এখানে । এরা কি কোনভাবে প্রভাবিত করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ?

উত্তরদাতা : না

প্রশ্নকর্তা : রোগীদের?

উত্তরদাতা :না তা করে না

প্রশ্নকর্তা :করে না আচ্ছা ।করতে পারে বলে মনে হয়?

উত্তরদাতা : ঐ টা আমার জানা নাই। আমার আ্ইডিয়ার বাহিরে আর কি ।কোন কোম্পানীর লোকের কাছ ,কোন কোম্পানীর লোকে যায়ে কোন রোগীরে যে, আমার কোম্পানীর ওষুধ খাইতে হবে। এরকম আমি ,আমার জানামতে ন্াই আর কি । বা্আমার জানার বাহিরে ।

প্রশ্নকর্তা : কোন কোম্পানির ইয়েগুলো করে ?

উত্তরদাতা লোকগুলো আর কি...আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা । তো এই যে এলাকার লোকজন হ্যা , এন্টিবায়োটিক নেয়ার জন্য কোথায় সাধারনত যায়? কি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলাতে যায় না বেসরকারী এরকম ড্রাগ শপের মধ্যে আসে না কোথায় যায়?

উত্তরদাতা :সবজায়গায় যায় ।কম আর বেশী সবজায়গায় যায়।

প্রশ্নকর্তা :সরকারী প্রতিষ্ঠান এ ও যায়?

উত্তরদাতা :সরকারী প্রতিষ্ঠান বলতে সরকারী যেমন এই যে গ্রামীন স্বাস্থ্য অফিস , সরকারী যে গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো আছে ওখানে যায়। এন্টিবায়োটিক ঠান্ডা কাশের জন্য যায় ,ওখানে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : ওখানে এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা : এন্টিবায়োটিক ।নরমাল এন্টিবায়োটিক মনে হয় পাওয়া যায় । যে , এটা সম্পর্কে আমার অতটুকু ধারনা জানা নাই ,ধারনা নাই ।তাছাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো আছে এখানে পাওয়া যায় ।ওখানেও যায় । তারপরে পরবর্তীতে ওখানে না যাইলে পরে ।বা অনেকে আবার ফামের্সী আছে আমাদের মত । ফামের্সীতেও আসে অনেকেই ।

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা বেশীরভাগ কোনটাতে যায়?

উত্তরদাতা :বেশীরভাগ ফামের্সীতে বেশী পাওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা :ফামের্সীতে বেশী পাওয়া যায়

উত্তরদাতা :জ্বী ।ফামের্সীতে লোকজন বেশী আসে । এখানেই বেশী পাওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা :কেন লোকজন এগুলোতে বেশী আসে?

উত্তরদাতা : এগুলোতে পাওয়া যায় এজন্য । বাংলাদেশের মধ্যে তো সবকটা সেভেনটি বা এইটটি পারসেন্ট ওষুধ বিক্রি হয় ফামের্সীতে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা : আর বিশ পারসেন্ট ওষুধ বিক্রি হয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অন্যান্য জায়গায় । সেভেনটি পারসেন্ট লোক বা সেভেনটি বা এইটি পারসেন্ট ওষুধ বিক্রি হয় । আমাদের মত এই ফামের্সীগুলাতে একটু বেশী রোগী । অনেকের ধারনা যে ফামের্সীতে এই ওষুধটা পাওয়া যাইব ।সেজন্য ফার্মেসীতে আসে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা আচ্ছা । তাহলে আপনার দোকানে কি কোন ইয়া পশুর কোন, এনিমেলের কোন ওষুধ আছে ? গৃহপালিত পশু?

উত্তরদাতা : না আমি এনিমেলের কোন ওষুধ আমি রাখি না ,এগুলো আমার কাছে নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ঠিক্ আছে । আমি আরেকটুখানি জানতে চাইব ,আপনার এখানে যে নেটওয়ার্কটা আর কি ,এই যে ড্রাগ, ওষুধ পাওয়ার নেটওয়ার্কটা ।কোথা থেকে আপনি ওষুধগুলা পাচ্ছেন ?

উত্তরদাতা : ওটা অনেকেই আছে ।কোম্পানীর লোক । কোম্পানীর লোক যারা চাকরী করে , তারা আসে । এসে অর্ডার কাইটা নিয়া যায় । তারা দেয় । আবার কিছু ওষুধ আছে মানে্ যেমন আমাদের এখানে মির্জাপুর আছে, হোল সেলার ,বড় বড় হোল সেলার ...২৪:১২... আছে ।পাইকারী যেখানে সেল করে , বিক্রি করে । ওখান থেকে কিইনা আনি । নিজে নিজে, আমি নিজে গিয়ে কিনে আনি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আর ওরা কোথা থেকে পায় ? যে কোম্পানীর যে্ইয়েরা আছে আর কি ওরা কোথা থেকে পায় ?

উত্তরদাতা : ওরা ওই যে কোম্পানীর লোকের হাতে কিনে । কোম্পানীর লোক যারা ,কোম্পানীতে যারা চাকরী করে ,যারা ডেলিভারী ম্যান , বা অর্ডারম্যান ওরা অর্ডার কাইটা নিইয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা :ওই মেডিকেল রিপ্রেজেনটিভ আছে যারা ।এম আর

উত্তরদাতা : জ্বী তাদের থেকে আমরা কিইনা নেয় আর কি ।

প্রশ্নকর্তা : এম আররা কোথা থেকে ওষুধ পাই?

উত্তরদাতা : ওহন হেডা তো আমি জানিনা,তারা হল যে কোম্পানী যেখানে ফ্যাক্টরী আছে,ওখান থেকে গোডাওন থেকে ওহান থেকে পায় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আপনার তো এই ভাবেই আপনি পাচ্ছেন । আপনার দোকানের ওষুধগুলো ? এগুলো কোথায় আপনি দিচ্ছেন ? কারা নিচ্ছে আপনার কাছ থেকে এ ওষুধগুলো?

উত্তরদাতা : রোগী নিব ।

প্রশ্নকর্তা : রোগী

উত্তরদাতা : যেমন আমি আজকে অর্ডার দিসি স্কয়ার কোম্পানির লোক আসছিলো ,তাদের অর্ডার দিয়া দিসি । ঐ মালটা আসবো মনে করেন রবিবার। ঐ মাল আসলে পরে ঐ মাল আমি দোকানে আসব।কাস্টমারের কাছে বিক্রি করুম ।এলাকার জনগন যারা আসে তারা নিবো ।(২৫:০৪)

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা কোন ধরনের কাস্টমার আপনার এখানে আসে?

উত্তরদাতা : সবধরনের কাস্টমাররা আসে

প্রশ্নকর্তা :একটু যদি ডিটেইলস বলেন ।নারী পুরুষভেদে

উত্তরদাতা : সব ধরনেরই ,শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ ,যুবক সবাই আসে এবং ঠান্ডা ,সর্দি .জ্বর কাশ সবাই আসে। যেটা আমার ধারন ক্ষমতা আমার সম্ভব হয় ,চিকিৎসা দেওয়ার চিকিৎসা দিই। যেটা সম্ভব না হয় ওডা আমি বলি যে আপনি হসপিটাল আছে বা ক্লিনিক আছে ওখানে যান । পাঠিয়ে দিই ।

প্রশ্নকর্তা : আর এরকম ,আপনাদের এখানে মহিলা যারা আছে। তারাও কি ওষুধ নিতে আসে ? কি রকম?

উত্তরদাতা : অবশ্যই আছে।

প্রশ্নকর্তা : পারসেন্টটেজটা কি রকম হবে?

উত্তরদাতা : প্রায় সমান সমান হবে।

প্রশ্নকর্তা : পুরুষদের সমান সমানি?

উত্তরদাতা : সমান সমান হবে ,এজন্যইযে আমাদের এলাকার অনেক ছেলে কিন্তু বাহিরে । শুধু বিদেশ থাকে

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা আচ্ছা। হ্যা আমি ও অনেক এটা দেখসি আর কি । ইয়াতে গিয়ে।

উত্তরদাতা : শতকরার মধ্যে সিক্সটি বা সেভেনটি পারসেন্ট লোক আছে বিদেশে। তাদের ওয়াইফরা যে বাড়িতে থাকে ।তারা কি করবে? অহন ঠান্ডা জলে বাচ্ছার হইসে জ্বর। বাধ্য হয়ে তাদের আসতে হয়।যে কারনে ফার্মেসী আইসা আইসা নিয়া নেয় বা ক্লিনিকে বা হসপিটালে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা । আর আরেকটা জানতে চাইব হচ্ছে আপনার কাছ থেকে ,এই যে আপনার দোকানে যে ওষুধগুলা আছে হ্যা। এন্টিবায়োটিক ওষুধ । এই এন্টিবায়োটিক ওষুধের ইয়াগুলো সম্পর্কে জানতে চাইব । একটু নামটা কষ্ট করে যদি বলেন

উত্তরদাতা : কি?

প্রশ্নকর্তা : নামগুলো , দোকানে যে যে এন্টিবায়োটিকগুলা আছে । আমাদের একটা ইয়া আছে ।আমি জাস্ট এগুলো লিখে নিয়ে যাব । হ্যা।

টেবল হবে।

উত্তরদাতা : লেখেন

প্রশ্নকর্তা : হ্যা

উত্তরদাতা : ফাইমক্সিল ক্যাপসুল লেখেন

প্রশ্নকর্তা :ফাইমক্সিল?

উত্তরদাতা : জ্বী

প্রশ্নকর্তা : হ্যা, এটা কোন জেনারেশন ?

উত্তরদাতা : এমোক্সাসিলিন

প্রশ্নকর্তা : এটা কোন জেনারেশন ? ফাইমক্সিল ?

উত্তরদাতা : এমোক্সাসিলিন ।গ্রুপ? এমোক্সাসিলিন গ্রুপ

প্রশ্নকর্তা :হ্যা ।ফাইমক্সিল কোন জেনারেশন ?

উত্তরদাতা :কোন জেনারেশন তা তো জানিনা আমি। কোন জেনারেশন এইডা ?

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা

তৃতীয় ব্যাক্তি: এমোক্সাসিন ডা?

উত্তরদাতা : এটা এমোক্সাসিলিনই তো দেই ।

তৃতীয় ব্যাক্তি: এমোক্সাসিলিন এটা্আপনে মনে করেন যে ওয়ান ।ওয়ান জেনারেশন ।

উত্তরদাতা : এটা কোন কোম্পানী ,ওয়ান জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এই দুইটায়? ফাইমক্সিল আর এমোক্সাসিলিন ? আর কি আছে আপনার এখানে ? আপনি দেখে ইয়ে করতে পারেন আমাকে ?

উত্তরদাতা :লেখেন । লেইখা দে আমাকে

তৃতীয় ব্যাক্তি: সারাদিন .....২৭:২৯.....২৭:৩৭.....

প্রশ্নকর্তা :হ্যা

উত্তরদাতা : জ্বী ম্যাক্স আড়াইশ এম জি ,পাচশ এম জি লিইখা দেন ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এমজি না বললেও চলবে

উত্তরদাতা : আইচ্ছা আইচ্ছা ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ,এটা কোন জেনারেশন ?

উত্তরদাতা :এমোক্সাসিলিন ,এজিথ্রোমাইসিন

তৃতীয় ব্যাক্তি: এটা থ্রি জেনারেশনের ওষুধ।

প্রশ্নকর্তা : এজিথ্রোমাইসিন আচ্ছা ।

তৃতীয় ব্যাক্তি: থ্রি জেনারেশন ।পার জেনারেশন (২৮:০৩)

প্রশ্নকর্তা :ঠিক আছে । নেকস্ট ।এজিথ্রোমাইসিন কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা : থার্ড জেনারেশন।

তৃতীয় ব্যাক্তি: এজিথ্রোমাইসিন ও থার্ড জেনারেশনের।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা

উত্তরদাতা :সিপ্রোফক্সাসিন লেখেন ,সিপ্রসিন।

প্রশ্নকর্তা :সিপ্রোফক্সাসিন

উত্তরদাতা : ..২৮:১৮... গ্রুপের নাম সিপ্রেসিন লেখেন ।

প্রশ্নকর্তা :সিপ্রোসিন?

উত্তরদাতা : জ্বী

প্রশ্নকর্তা : এটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা : এটা আপনার টু হবে।

প্রশ্নকর্তা : টু ?

উত্তরদাতা : জ্বী ।

প্রশ্নকর্তা :এরপর

উত্তরদাতা : ক্লোক্সাসিলিন লিখেন

প্রশ্নকর্তা :: ক্লোক্সাসিলিন না ফ্লোক্সাসিলিন ?

উত্তরদাতা : : ক্লোক্সাসিলিন সি এল ও

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ক্লোক্সাসিলিন হ্যা ।ওইটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা : এটা আপনের ফোর ।

প্রশ্নকর্তা : ফোর । এটার নাম অনেক শুনছি আমি ।কাটা ছিড়ার জন্য দেয় ।

উত্তরদাতা :কাটা ছিড়ার জন্য

প্রশ্নকর্তা : হা হা আমি শুনছি আর কি । হ্যা তারপর ।

উত্তরদাতা :এরোমাইসিন ।এরোমাইসিন লিখেন

প্রশ্নকর্তা : এরোমাইসিন হ্যা

উত্তরদাতা :ঠান্ডা ,কাশি ,পাতলা পায়খানার জন্য সুবিধা

প্রশ্নকর্তা : এটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা : এটা আপনার থার্ড যেটা হেইডা

প্রশ্নকর্তা : থার্ড। অকে

উত্তরদাতা :এটা কিন্তু আপনের ওষুধের গ্রুপের নাম বলসি ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা : এরপরে হইতাসে আপনের এন্টিবায়োটিক ি।লবেক লেখেন লিবেক।

প্রশ্নকর্তা : জি বেক?

উত্তরদাতা : লিবেক

প্রশ্নকর্তা : লিবেক? এল ,আই ?

উত্তরদাতা : না ।এল ,ই

প্রশ্নকর্তা : লি বি এ সি কে ,বেক । হ্যা

উত্তরদাতা : .....২৯: ৫০..... আপনের গ্রুপের তো প্রয়োজন নাই তাই না?

প্রশ্নকর্তা : উহু ।

উত্তরদাতা : আপনার ঐ যে থার্ড জেনারেশন হবে সেফারিডিন গ্রুপের ওষুধ।

প্রশ্নকর্তা : এটা সেফারিডিন না? গ্রুপের ওষুধ

উত্তরদাতা : জ্বী

প্রশ্নকর্তা : সে ফা রা ডিন ।হ্যা

উত্তরদাতা : এফিক্স লেখেন এফিক্স ।

প্রশ্নকর্তা :এফিক্স?

উত্তরদাতা : জ্বী। এ এফ আই এক্স ।এফিক্স

প্রশ্নকর্তা :হ্যা। এটা কোন জেনারেশন?

উত্তরদাতা : এডা আপনার হইল ওয়ান ,সেফিক্সিম । এইডা হইসে আপনার ফোর ।

প্রশ্নকর্তা : ফোর সেফিক্সিম

উত্তরদাতা : আরো লাগবো ?

প্রশ্নকর্তা :মানে্আপনার দোকানে যেগুলা আছে

উত্তরদাতা : ওরে বাবা!

প্রশ্নকর্তা : হে হে হে

উত্তরদাতা : অনেক

প্রশ্নকর্তা :দু:খিত।

উত্তরদাতা : না না । গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেটের লাগবো না? গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট ?

প্রশ্নকর্তা :না না । শুধু হচ্ছে এন্টোবায়েটিকের ।ইয়ার।এন্টিবায়েটিক আপনার কাছে যেগুলা আছে। আর অন্য ওষুধের নরমাল ওষুধগুলো নাই ? না এন্টিবায়েটিক ?

উত্তরদাতা : এ জেড

প্রশ্নকর্তা : এ জেড?

উত্তরদাতা : জ্বী

প্রশ্নকর্তা : এ জেড

উত্তরদাতা : এ জেড ,এজিথ্রোমাইসিন

প্রশ্নকর্তা : হ্যা, এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের?

উত্তরদাতা :ও আছে । লেখসেন ।

প্রশ্নকর্তা :হ্যা এটা আছে । হ্যা আচ্ছা

উত্তরদাতা : আপনার ওই যে প্যারাসিটামল ছাড়া .....৩১:১৮.....৩১:২২.....

প্রশ্নকর্তা : আর আছে এমনি? যে এজিথ্রোমাইসিন ,এমোক্সাসিলিন দেন? এজিথ্রোমাইসিন কি জন্য দেন আপনি ?

উত্তরদাতা: ঠান্ডা কাশের জন্য দেয়া ।ঠান্ডা ,কাশি

প্রশ্নকর্তা : হ্যা আর ইয়ে এমোক্সাসিলিন ?

উত্তরদাতা : হালকা পাতলা নরমাল ঠান্ডা কাশ হয় ।.....৩১:৪৯.....

প্রশ্নকর্তা : সেম্ ইয়া?

উত্তরদাতা : হ্যা

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা

উত্তরদাতা :ছোট ছোট ঔ ধরনের পাতলা পায়খানা ,রক্ত আমাশয় ।

প্রশ্নকর্তা : এর মধ্যে আপনি কোনটা দেন আরো?

উত্তরদাতা: এই যে আপনের সিপ্রোফক্সাসিন আছে যেইডা ।সিপ্রসিন ।:

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা সিপ্রসিন দেন ?

উত্তরদাতা :সিপ্রসিন আপনার জ্বরের ও কাজ করে ।আপনের পাতলা পায়খানা বা রক্ত আমাশয় এক্ষেত্রে কাজ করে ।তারপরে ইউরিনের কোন সমস্যা থাকলে পরে

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা : মেয়েলি কোন ধরনের সমস্যা থাকলে পরে এক্ষেত্রে কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এর মধ্যে আর কোনটা দেন ?

উত্তরদাতা : আমি ঐ যে ফ্লুক্লোক্সাসিলিন

প্রশ্নকর্তা : এটাও দেন না?

উত্তরদাতা : জ্বী

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা হ্যা ।

উত্তরদাতা : ফ্লুক্লোক্সাসিলিন আপনার যেকোন ধরনের আপনার ঐযে অস্ত্রোপচারের পরে যেমন কাটা ছিড়া বা এই ইনফেকসনের জন্য দেয়। .....৩২:৩৬.....

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা । আর আপনি এর মধ্যে কোনটাই প্রেসক্রিপসন করেন কিনা?

উত্তরদাতা :প্রেসক্রিপসন করলে পরে আমি করি লিবেক বা .....৩২:৪৬.....

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এটাও প্রেসক্রিপসন করেন?্এই ইয়া

উত্তরদাতা : জ্বী

প্রশ্নকর্তা :এখান থেকে আর কোনটা করেন?

উত্তরদাতা :লিবেক

প্রশ্নকর্তা : লিবেকটা?

উত্তরদাতা : এফিক্স ,হ্যা লিবেক

প্রশ্নকর্তা :লিবেক করেন আচ্ছা।

উত্তরদাতা :এগুলো সেফারিডিন গ্রুপের ওষুধ

প্রশ্নকর্তা :হ্যা হ্যা। এটা কি জন্যে করেন লিবেকটা ?

উত্তরদাতা : ওইটা হচ্ছে ইউরিনের ব্যাথা হইলে অনেক ক্ষেত্রে প্রচন্ড বুকের কাশ আছে বা ঠান্ডা ,জ্বর আছে । এমতাবস্থায় .....৩৩:০৭.....। জ্বর ঠান্ডা কাশের জন্য।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আর কোনটা করেন এখানে ?আপনি নিজে ইয়ে করেন

উত্তরদাতা : ওষুধ ওইটাই ।গ্রুপের তো ওষুধ ওইটাই দিই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।এই যে

উত্তরদাতা : এফিক্স ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা এটাও

উত্তরদাতা :্এফিক্স ,সেট্রিজিন গ্রুপ এটাও মনে করেন

প্রশ্নকর্তা : এটা করেন?

উত্তরদাতা :দেখবেন অনেকেরি দীর্ঘদিন যাবত জ্বর

প্রশ্নকর্তা : হু হু হু

উত্তরদাতা : সারতেসেনা

প্রশ্নকর্তা : হু হু হু

উত্তরদাতা :দীর্ঘদিন যাবত জ্বর থাকলে পরে কাজ করে । এবং অনেকেরই মনে করেন প্রসাবের রাস্তায় কোন সমস্যা থাকলে পরে

প্রশ্নকর্তা :হু হু

উত্তরদাতা : এদের ক্ষেত্রে কাজ করে আর কি । এজন্য এটা দিই ।

প্রশ্নকর্তা : এটা দেন আচ্ছা ।আর কোনটা দেন এগুলোর বাইরে ও ?

উত্তরদাতা :বাইরে প্রয়োজন হইলে

প্রশ্নকর্তা : যেটা হয়তো আপনার দোকানে নাই । অন্য কোন?

উত্তরদাতা : না, দোকানের বাইরে থাকে বা এই গ্রুপের যেখানে বলে দেই ,গ্রুপের ওষুধই দেওয়ন যায়। কোম্পানী হয়ত চেঞ্জ করে দেওয়ন যায়।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা : বা প্রথমে আপনের ঐ সেট্রিজিন গ্রুপের দিলাম । কাজ হইল না । পরে গ্রুপ চেঞ্জ করে দিওয়ন যায়। বাএভাবে করে দিই আর কি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা : গ্রুপের ওষুধ কাজ না করলে আমি ,ডাক্তার রোগী আমার কাছে রাখি না । রোগী ট্রান্সফার করে দিই আর কি ।

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা ঠিক আছে । অনেক ধন্যবাদ । আমি কষ্ট দিলাম আপনাকে ।অনেক ইয়া করলাম ।

উত্তরদাতা : শেষ?

প্রশ্নকর্তা : । অনেক ধন্যবাদ ।হ্যা

উত্তরদাতা : ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ । । অনেক ধন্যবাদ ।